

শরিয়াহ-ভিত্তিক ব্যাংকিং (SBB)

AIBB-এর জন্য

First Edition: September 2023

Second Edition: March 2024

Third Edition: June 2024

Fourth Edition: January 2025

Fifth Edition: June 2025

Sixth Edition: January 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright. Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By

Mohammad Samir Uddin, CFA

Chief Executive Officer

A leading Asset Management Company

Former Principal Officer of EXIM Bank Limited

CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.

BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University

Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma

Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE

Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.

For Order:

www.metamentorcenter.com

WhatsApp: 01310-474402



Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
1	মডিউল-এ: ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি	4-33
2	মডিউল-বি: আমানত সংগ্রহ প্রক্রিয়া	34-49
3	মডিউল-সি: ইসলামী ব্যাংকে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ	50-75
4	মডিউল-ডি: ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম	76-94
5	মডিউল-ই: ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তহবিল ও মূলধন ব্যবস্থাপনা	95-110
6	মডিউল-এফ: হিসাবমান ও তদারকি কাঠামো	111-139
9	পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্ন	140-152

Suggestion:

- *Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.*
- *Must read short notes from all chapter.*
- *MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.*

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	মডিউল-এ: ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি	25
****	মডিউল-বি: আমানত সংগ্রহ প্রক্রিয়া	14
*****	মডিউল-সি: ইসলামী ব্যাংকে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ	18
****	মডিউল-ডি: ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম	14
***	মডিউল-ই: ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তহবিল ও মূলধন ব্যবস্থাপনা	14
****	মডিউল-এফ: হিসাবমান ও তদারকি কাঠামো	19
***** All short note from all chapter and end of note *****		

সিলেবাস

মডিউল-এ: ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি

ইসলামী অর্থনীতির ধারণা, উদ্দেশ্য ও পরিসর, মাকাসিদুশ শরিয়াহ, সম্পদের মালিকানা ও বণ্টন নীতি, রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণ, গারার ও মাইসিরের ধারণা, ঝুঁকি ও মুনাফা বণ্টনের নীতি, নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উৎপত্তি ও বিকাশ, প্রচলিত ব্যাংকিং ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পার্থক্য, শরিয়াহ বোর্ডের ভূমিকা ও দায়িত্ব।

মডিউল-বি: আমানত সংগ্রহ প্রক্রিয়া

ইসলামী ব্যাংকে আমানতের ধারণা ও গুরুত্ব, আল-ওয়াদিয়া চলতি হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয় ও মেয়াদি আমানত হিসাব, লাভ বণ্টনের নীতি ও পদ্ধতি, ওজনভিত্তিক লাভ বণ্টন ব্যবস্থা, আমানত সংগ্রহ কৌশল, গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা, আমানতের ঝুঁকি ও তারল্য ব্যবস্থাপনা, আমানত সংক্রান্ত শরিয়াহ নির্দেশনা।

মডিউল-সি: ইসলামী ব্যাংকে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ

বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-সালাম, ইজারা, ইজারা বিল বায়, মুশারাকা, মুদারাবা, হায়ার পারচেজ শরিকানা পদ্ধতি, কারখানা ও প্রকল্প অর্থায়ন, বিনিয়োগ মূল্যায়ন পদ্ধতি, জামানত ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিনিয়োগ ঝুঁকি ও তার ব্যবস্থাপনা, শরিয়াহ সম্মত বিনিয়োগ তদারকি।

মডিউল-ডি: ইসলামী ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা কার্যক্রম

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ধারণা, এলসি খোলা ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া, বিল অব এক্সচেঞ্জ, রেমিট্যান্স সেবা, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের শরিয়াহ দিক, স্পট ও ফরওয়ার্ড লেনদেনের নীতি, বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

মডিউল-ই: ইসলামী ব্যাংকিংয়ে তহবিল ও মূলধন ব্যবস্থাপনা

তহবিলের উৎস ও ব্যবহার, তারল্য ব্যবস্থাপনা কৌশল, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি ও নির্দেশনা, মূলধন কাঠামো, মূলধন পর্যা়প্ততা, লাভ বণ্টন সংরক্ষণ তহবিল, ঝুঁকি সংরক্ষণ তহবিল, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, শরিয়াহ বোর্ড ও ব্যবস্থাপনার সমন্বয়।

মডিউল-এফ: হিসাবমান ও তদারকি কাঠামো

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের হিসাবরক্ষণ নীতি, AAOIFI মানদণ্ড, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা, শরিয়াহ অডিট, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তদারকি কাঠামো, কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থা, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ।

MetaMentor Center

মডিউল A:

ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর মূলনীতি

প্রশ্ন-০১. ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামী অর্থনীতির উৎস কি? [BPE-97th, BPE-98th] BPE-5th.

অথবা, আপনি ইসলামী অর্থনীতি দ্বারা কী বোঝেন? ইসলামী অর্থনীতির উৎসসমূহ বর্ণনা করুন। BPE-99th

অথবা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও। [BPE-96th]

ইসলামী অর্থনীতি হল ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটি কুরআন এবং হাদিস এর আলোকে উদ্ভূত। এ অর্থনীতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক অনুশীলনের উপর জোর দেয়। নিম্নে এর মূল ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হলো:

১. সুদের নিষেধাজ্ঞা (রিবা) : এ অর্থনীতিতে ঋণের উপর সুদ নেওয়া অনুমোদিত নয়।
২. লাভ এবং ক্ষতি ভাগাভাগি : এ অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক লেনদেনগুলিকে লাভ এবং ক্ষতির ন্যায্যসঙ্গত ভাগাভাগি করতে হবে।
৩. যাকাত : এ অর্থনীতিতে অভাবীদের সহায়তা করার জন্য সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করে।
৪. হালাল এবং হারাম : এ অর্থনীতিতে আর্থিক কার্যক্রমগুলিকে অবশ্যই ইসলামিক আইন মেনে চলতে হবে যা হারাম হালাল থেকে তাকে আলাদা করে।

ইসলামিক অর্থনীতির উৎসের মধ্যে রয়েছে:

১. কুরআন : ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি প্রদান করে।
২. হাদিস : নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বাণী ও অর্থনৈতিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।
৩. ইজমা: ইসলামী পণ্ডিতদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যা নতুন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে ইসলামী আইনকে প্রয়োগ করতে সহায়তা করে।
৪. কিয়াস: কুরআন ও হাদিসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উদাহরণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা নতুন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

এই উৎস গুলি সামাজিক ন্যায্যবিচার, নৈতিক অনুশীলন এবং মানব সম্প্রদায়ের উপর কল্যাণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে।

প্রশ্ন-০২. ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও সুযোগ কি? BPE-5th.

ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য:

১. ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা করা: এটি ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ও অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সম্পদ বন্টনে ন্যায্যতা তুলে ধরে।
২. নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা: এ অর্থনীতি শোষণ এবং জালিয়াতি এড়িয়ে সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ইসলামী নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিশ্চিত করে।
৩. সমাজকল্যাণ: এ অর্থনীতি যাকাত এবং পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে সমাজের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়।
৪. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা: এ অর্থনীতি অস্থিরতা হ্রাস করে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

৫. **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার:** এ অর্থনীতি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার, অপচয় এড়ানো এবং টেকসই উন্নয়নের পক্ষে কাজ করে।

ইসলামী অর্থনীতির পরিধি:

১. **ব্যাংকিং:** মুদারাবাহ এবং মুশারাকাহ এর মতো মুনাফা ভাগাভাগি এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি মডেল ব্যবহার করে সুদ-মুক্ত নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে।
২. **অর্থ:** হালাল প্রজেক্টে বিনিয়োগের উপর জোর প্রদান করে, অ্যালকোহল, জুয়া ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করে।
৩. **বাণিজ্য:** সঠিক বাণিজ্য অনুশীলন এবং সৎ ব্যবসায়িক লেনদেনকে উৎসাহিত করে।
৪. **সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচি:** অভাবগ্রস্তদের সহায়তা এবং সমাজের উন্নতির জন্য যাকাত এবং ওয়াকফ (অনুদান) এর মাধ্যমে সামাজিক ন্যায্যবিচারের উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-০৩. ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি কি কি?

অথবা, ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতিগুলো কি কি? BPE-96th.

অথবা, ইসলামী অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি গণনা কর।

ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিঃ

১. **রিবা নিষেধ (সুদ):** ইসলামী অর্থনীতি মুদারাবাহ এবং মুশারাকাহ -এর মতো লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগি মডেলের পরিবর্তে সুদ-ভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ করে।
২. **যাকাত এবং দান:** সামাজিক কল্যাণ এবং সম্পদ বণ্টনের জন্য যাকাতের (বাধ্যতামূলক দাতব্য) এবং স্বেচ্ছায় দান করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়।
৩. **সঠিক বিনিয়োগ:** ইসলামে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত শিল্প যেমন অ্যালকোহল, জুয়া এবং হারাম ব্যবসা এড়িয়ে বিনিয়োগ করে।
৪. **বাণিজ্য এবং সততা:** সমস্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতা, সততা এবং ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করে অর্থনৈতিক লেনদেনে বিশ্বাস এবং সততা নিশ্চিত করে।
৫. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** ন্যায্য সঙ্গত মুনাফা পেতে আর্থিক লেনদেনে জড়িত পক্ষগুলির মধ্যে ঝুঁকি ভাগ করে এবং ঝুঁকি গ্রহণে উৎসাহিত করে।
৬. **ঘারর নিষেধাজ্ঞা (অনিশ্চয়তা):** চুক্তিতে অত্যধিক অনিশ্চয়তা বা অনুমানকে নিরুৎসাহিত করে চুক্তিতে স্পষ্টতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য একটি সুষ্ঠু এবং টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যা সমাজের সকল সদস্যকে উপকৃত করে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন-০৪. ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ইসলামী অর্থনীতি নৈতিক ও ন্যায্যসঙ্গত অর্থনৈতিক অনুশীলন করে যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ

গঠনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ন্যায্যবিচার, স্বচ্ছতা এবং সামাজিক কল্যাণের উপর জোর দেয়।

১. **নৈতিক কাঠামো:** সুদ (রিবা) এবং অনুমানমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে এটি শোষণ হ্রাস করে আর্থিক অনুশীলনের প্রচার করে।

২. **সম্পদ পুনঃবন্টন:** যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য) এবং স্বেচ্ছায় দান করার মাধ্যমে সম্পদ বন্টনকে উৎসাহিত করে ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে।
৩. **সামাজিক কল্যাণ:** সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয় এবং দারিদ্র্য হ্রাস করে।
৪. **স্থিতিশীলতা:** ঝুঁকি হ্রাস করে এবং অনুমান নিষিদ্ধ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা হয় এবং বাজারে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।
৫. **টেকসই উন্নয়ন:** সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে, স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে এবং অপচয় রোধ করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য একটি ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা যা সমাজের সকলের উপকার করে।

প্রশ্ন-০৫. উৎপাদন কি? ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের কারণগুলো বর্ণনা কর।

উৎপাদন বলতে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য পণ্য ও সেবা তৈরির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। একটি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে সম্পদ ব্যবহার করা সামাজিক কল্যাণ বিবেচনা করা এবং ইসলামী নীতির সাথে সারিবদ্ধ হওয়া অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদনের কারণসমূহ :

১. **ভূমি (প্রাকৃতিক সম্পদ) :** জমি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার হিসাবে দেখা হয়। জমির অপচয় এড়ানোর দিকে মনোযোগ দিয়ে জমিকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
২. **শ্রম :** শ্রমিকদের প্রতি ন্যায্য আচরণ, ন্যায্য মজুরি এবং নৈতিক শ্রম অনুশীলনের উপর জোর দেয়। শ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ন্যায্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য।
৩. **মূলধন :** মূলধন আর্থিক ও ভৌত সম্পদ উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার করা উচিত। ইসলামী অর্থনীতি সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করে মুদারাবার মতো মুনাফা ভাগাভাগির পক্ষে কথা বলে।
৪. **উদ্যোক্তা :** উদ্যোক্তারা উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার জন্য তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি নৈতিক নির্দেশিকাগুলির সাথে সারিবদ্ধ তারা ন্যায্যতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে। এই কারণগুলি সম্মিলিতভাবে একটি নৈতিক এবং ন্যায্যসঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অবদান রাখে যা সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়।

প্রশ্ন-০৬. কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদনের কারণ বর্ণনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনের কারণগুলি নৈতিক ব্যবহার ন্যায্যতা এবং সামাজিক দায়িত্বের উপর ফোকাস করে:

১. **ভূমি (প্রাকৃতিক সম্পদ) :** কুরআন প্রাকৃতিক সম্পদকে গুরুত্ব দিয়ে এবং দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে (সূরা আল- বাকারা 2:29)। প্রাকৃতিক সম্পদ আল্লাহর কাছ থেকে একটি আমানত হিসাবে বিবেচিত হয় এবং মানুষের উচিত তাদের টেকসই ব্যবহার করা।
২. **শ্রম :** কুরআন (সূরা আন- নিসা 4:32) এবং হাদীস উভয়ই শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য আচরণ এবং ক্ষতিপূরণের উপর জোর দিয়েছে। নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শ্রমিকদের অবিলম্বে বেতন প্রদান এবং তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।
৩. **মূলধন :** ইসলাম সুদ (রিবা) নিষিদ্ধ করে এবং নৈতিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে (সূরা আল- বাকারা 2:275)। ইসলাম মুনাফা ভাগাভাগির মডেলকেও উৎসাহিত করে লেনদেনে ন্যায্যবিচার ও ন্যায্যতার ওপর জোর দেয়।
৪. **উদ্যোক্তা :** উদ্যোক্তাদেরকে নৈতিকভাবে ব্যবসায়িক উদ্যোগ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়, যেমনটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে ব্যবসায়িক লেনদেনে সততা এবং স্বচ্ছতা অত্যন্ত মূল্যবান।

এই নীতিগুলি নিশ্চিত করে যে অর্থনৈতিক ত্রিফালাপগুলি নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য করে এবং সমাজকে উপকৃত করে।

প্রশ্ন-০৭. ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ অর্জন ও বণ্টনের নীতিগুলো আলোচনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে, সম্পদ অর্জন এবং বণ্টনের নীতিগুলি নৈতিক অনুশীলন এবং সামাজিক ন্যায্যবিচারের উপর জোর দেয়:

1. সম্পদ অর্জন :

- **নৈতিক উপায় :** হালাল (জায়েজ) উপায়ে সম্পদ অর্জন করতে হবে সুদ (রিবা), জুয়া এবং প্রতারণামূলক নিষিদ্ধ কাজগুলি এড়িয়ে চলতে সহায়তা করে।
- **সৎ বাণিজ্য :** ব্যবসায়িক লেনদেন স্বচ্ছ এবং ন্যায্য মূল্য বিনিময় নিশ্চিত করে।
- **উৎপাদনশীল কাজ :** আইনসম্মত শ্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে উৎসাহিত করে যা সমাজকে উপকৃত করে।

2. সম্পদের বিতরণ :

- **যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য) :** যাকাতের মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে এবং বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করে।
- **সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য) :** সামাজিক কল্যাণে বেশি সহায়তা করার জন্য দানকে উৎসাহিত করে।
- **উত্তরাধিকার :** ইসলামী উত্তরাধিকার আইন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ন্যায্য সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করে, সম্পদ হস্তান্তরে ন্যায্যবিচার বজায় রাখে।

এই নীতিগুলি একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি করা যা অত্যধিক সম্পদ কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ করে এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-০৮. ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদের সংজ্ঞা দাও।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে, সম্পদ বলতে সেসব বস্তু এবং সেবার সামগ্রীকে বোঝায় যা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং যা আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত হিসেবে বিবেচিত

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মূল দিক :

1. **নৈতিক নীতি গ্রহণ :** সুদ (রিবা), জালিয়াতি বা অনৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনের মতো নিষিদ্ধ কার্যকলাপ এড়িয়ে বৈধ (হালাল) মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা।
2. **সম্পদের যথাযথ ব্যবহার :** সম্পদ নিজের, পরিবার এবং সমাজের উপকারের জন্য দায়িত্বের সাথে ব্যবহার করা এবং অপচয়ের দিকে পরিচালিত না করা।
3. **সামাজিক দায়বদ্ধতা :** সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং বৈষম্য কমানোর উপর জোর দিয়ে যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য) এবং সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য) মাধ্যমে কম ভাগ্যবানদের সমর্থন করার জন্য সম্পদ ভাগ করতে হবে।

ইসলামে সম্পদ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চাহিদাই পূরণ করে না বরং সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যও পূরণ করে।

প্রশ্ন-০৯. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টন কি? সম্পদ পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে যাকাত এবং সাদাকার ভূমিকা বর্ণনা করুন।

BPE-98th.

অথবা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের নীতিগুলো আলোচনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের ন্যায্য বন্টন সামাজিক ন্যায্যবিচার এবং বৈষম্য হ্রাসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সম্পদ বন্টন বিভিন্ন নীতি এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করা হয়:

১. **যাকাত (বাধ্যতামূলক দাতব্য)** : একজন ব্যক্তির সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত 2.5%) অভাবী এবং দুর্বলদের সহায়তা করে সম্পদের পুনর্বন্টন নিশ্চিত করা।
২. **সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য)** : উদারতার চেতনাকে লালন করে প্রয়োজনে তাদের আরও সহায়তা করার জন্য অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রদানকে উৎসাহিত করা।
৩. **উত্তরাধিকার আইন** : ইসলামী উত্তরাধিকার আইন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করে, ন্যায্যবিচার বজায় রাখে এবং সম্পদের ঘনত্ব রোধ করা।
৪. **ন্যায্য মজুরি** : শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি এবং নৈতিক আচরণের গুরুত্বের উপর জোর দেয় যেন শ্রমিক ন্যায্যসঙ্গত ক্ষতিপূরণ পায়।
৫. **রিবা (সুদ) নিষেধ** : সম্পদের অন্যায় সঞ্চয় এড়াতে সুদভিত্তিক লেনদেন দূর করে।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য সম্পদের সুখম বন্টন নিশ্চিত করা এবং সামাজিক কল্যাণ প্রচার করে। যাকাত এবং সাদাকা এই পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যাকাত: এটি একটি বাধ্যতামূলক বা ফরজ দান, যা সাধারণত একজন মুসলিমের সঞ্চিত অর্থের ২.৫% হিসাবে প্রতি বছর প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র, অভাবী এবং অন্যান্য প্রাপ্য শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। এর ফলে সমাজের সকলের জন্য ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত হয় এবং সম্পদের বৈষম্য কমে যায়।

সাদাকা: এটি একটি স্বেচ্ছাচারী দান, যা জাকাতের বাইরেও প্রদান করা যায়। এটি যেকোনো সময় এবং যেকোনো পরিমাণে প্রদান করা যায়, যা কম ভাগ্যবানদের সহায়তা করে এবং সমাজের মধ্যে ক্রমাগত সম্পদের প্রবাহকে উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়াগুলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং ন্যায্যসঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১০. ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টনের উদ্দেশ্য কী? BPE-99th.

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টনের লক্ষ্য ন্যায্যতা প্রচার করা এবং বৈষম্য হ্রাস করা। মূল উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত:

১. **সমতা:** ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে চরম বৈষম্য এড়াতে সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করা।
২. **দান:** যাকাত (বাধ্যতামূলক দান) এবং সাদাকাহ (স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য) মতো অনুশীলনের মাধ্যমে অভাবী লোকদের সহায়তা করার জন্য ধনীকে উৎসাহিত করা।
৩. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** একটি সহানুভূতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি তৈরি করতে ব্যবসা এবং অর্থের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণের উপর জোর দেওয়া।
৪. **টেকসই প্রবৃদ্ধি:** অন্যদের শোষণ না করে সমাজকে উপকৃত করে এমন উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।

এই উদ্দেশ্যগুলি সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ন্যায্যবিচারকে উৎসাহিত করে সম্মিলিত কল্যাণের সাথে ব্যক্তিগত সম্পদের সাধনাকে সারিবদ্ধ করে।

প্রশ্ন-১১. ইসলামী অর্থনীতি কেন বিলাসিতাকে হারাম করে?

ইসলামী অর্থনীতি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ বজায় রাখতে অত্যধিক বিলাসিতাকে নিরুৎসাহিত করে। নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **অপচয় এড়িয়ে চলা:** সম্পদের বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে ইসলামী অর্থনীতি অত্যধিক বিলাসিতা কে প্রত্যাখ্যান করে।

২. **সমতা প্রচার:** এটি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে এমন অসাধারণ ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করে সামাজিক বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে।
৩. **নম্রতা বাড়া:** ইসলাম বিনয় ও নম্রতাকে উৎসাহিত করে বিশ্বাসীদেরকে অহংকার বা অহংকারকে উৎসাহিত করে এমন বাড়াবাড়ি এড়াতে অনুরোধ করে।
৪. **প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা:** অত্যধিক আকাঙ্ক্ষার চেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিশ্চিত করে যে সম্পদ বৃহত্তর সমাজের উপকারের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য একটি নৈতিক এবং ন্যায্যসঙ্গত সমাজ তৈরি করা যেখানে সম্পদ দায়িত্বশীল এবং সহানুভূতির সাথে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১২. সম্পদের ভারসাম্য বন্টন বজায় রাখার জন্য ইসলামী অর্থনৈতিক সরঞ্জামগুলি কী কী?

ইসলামি অর্থনীতি সুখম সম্পদ বন্টন বজায় রাখার জন্য বেশ কয়েকটি সরঞ্জাম নিয়োগ করে:

১. **যাকাত:** একটি বাধ্যতামূলক দাতব্য সাধারণত সম্পদের 2.5% যা ধনীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি দারিদ্র্য দূর করতে এবং বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে।
২. **সাদাকাহ :** যাকাত ব্যতীত স্বেচ্ছায় দাতব্য ব্যক্তিদের কম ভাগ্যবানদের আরও বেশি দিতে উৎসাহিত করে এবং উদারতার মনোভাব গড়ে তোলে।
৩. **ওয়াকফ :** দানকৃত সম্পদ যেখানে জমি বা ভবনের মতো সম্পদ দাতব্য উদ্দেশ্যে দান করা হয় যেমন স্কুল বা হাসপাতালে অর্থায়ন, যা জনসাধারণের সেবা করে।
৪. **সুদ-মুক্ত ঋণ:** সুদ ছাড়া ঋণ প্রদান নিশ্চিত করে যে আর্থিক লেনদেন সব পক্ষকে ন্যায্যভাবে উপকৃত করে শোষণ প্রতিরোধ করে।
৫. **মজুদ করা নিষিদ্ধ:** ইসলাম সম্পদ মজুত করাকে নিরুৎসাহিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক সুবিধার জন্য সম্পদের সঞ্চালনকে উৎসাহিত করে।

এই সরঞ্জামগুলির লক্ষ্য ন্যায্যতা, সহানুভূতি এবং অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার বৃদ্ধি করা।

প্রশ্ন-১৩. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের বন্টন কীভাবে অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে?[BPE-96th]

ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টন বিভিন্ন উপায়ে একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনীতিকে উন্নীত করে:

১. **দারিদ্র্য হ্রাস:** যাকাত এবং দানের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবন্টন করে যা দারিদ্র্য হ্রাসের দিকে পরিচালিত করে।
২. **অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা:** সম্পদের সঞ্চালন মজুতকে নিরুৎসাহিত করে যা অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থের প্রবাহ নিশ্চিত করে বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।
৩. **সামাজিক সংহতি:** সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করে সম্বন্ধিত বৃদ্ধি করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলে থাকা দ্বন্দ্ব কমায়।
৪. **স্থায়ী প্রবৃদ্ধি:** সুদের নিষেধাজ্ঞা নৈতিক এবং সুদ-মুক্ত আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহিত করে প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৫. **ন্যায্য প্রতিষ্ঠা:** ন্যায্যতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে সম্পদ বন্টন নিশ্চিত করে যে সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে প্রত্যেকের উপকার হয়।

একসাথে, এই অনুশীলনগুলি আরও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক এবং টেকসই অর্থনীতি তৈরি করে।

প্রশ্ন-১৪. ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে চাহিদা, ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

ইসলামী অর্থনীতিতে, চাহিদা, ভোগ এবং উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি দ্বারা চালিত হয়:

১. **প্রয়োজন:** ইসলাম সবার জন্য খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্রের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। ধনী ব্যক্তিদের দাতব্যের মাধ্যমে এই প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে অন্যদের সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।
২. **খরচ:** এটি অপব্যয় এবং অপচয় এড়াতে উৎসাহিত করে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে।
৩. **উৎপাদন:** নৈতিক উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয় যা সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণ করে। উৎপাদকদের উচিত ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পণ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া যেমন ন্যায্য বাণিজ্য এবং পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ।

এই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক নিশ্চিত করে যে সম্পদগুলি ন্যায্যভাবে এবং দায়িত্বের সাথে বরাদ্দ করা হয় ন্যায্যতা, উদারতা এবং স্থায়িত্বের ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চলার সময় ব্যক্তি ও সমাজের উপকার করে।

প্রশ্ন-১৫. ইসলামী অর্থনীতির অধীনে উৎপাদনের কারণের ব্যাপারে মানুষের দায়িত্ব কী?

ইসলামী অর্থনীতিতে, উৎপাদনের বিষয়ে মানুষের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে:

১. **ভূমি:** পৃথিবীর স্টুয়ার্ড হিসাবে, মানুষকে অবশ্যই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে হবে, বর্জ্য এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষাকারী টেকসই অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করতে হবে।
২. **শ্রম:** শ্রমকে অবশ্যই মূল্যবান এবং সম্মানের সাথে আচরণ করতে হবে। ন্যায্য মজুরি এবং ভালো কাজের পরিবেশ অপরিহার্য, শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।
৩. **মূলধন:** ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুযায়ী, মূলধন কেবল সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার নয়, বরং এটি একটি সামাজিক আমানত হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
৪. **উদ্যোক্তা:** উদ্যোক্তাদের তাদের ব্যবসায়িক অনুশীলনগুলি ন্যায্যবিচারের প্রচার ও জালিয়াতি এড়াতে এবং সম্প্রদায়ের জন্য ইতিবাচকভাবে অবদান রাখা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে।

এই দায়িত্বগুলি নিশ্চিত করে যে উৎপাদনের কারণগুলি এমনভাবে পরিচালিত হয় যা ন্যায্যতা, স্থায়িত্ব এবং নৈতিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, ইসলামী নীতিগুলি মেনে চলে।

প্রশ্ন-১৬. যাকাতকে সম্পদ বন্টনের মাধ্যম হিসেবে আলোচনা কর। BPE-99th.

ইসলামে যাকাত প্রদান একটি বাধ্যতামূলক কাজ যা অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য সম্পদ পুনঃবন্টনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

১. **আইনগতভাবে নির্ধারিত দান:** মুসলিম যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাদের অবশ্যই তাদের জমাকৃত সম্পদের 2.5% বার্ষিক যোগ্য প্রাপকদের দিতে হবে যাতে বিভ্রাটেরা তাদের আশীর্বাদ ভাগ করে নেয়।
২. **বৈষম্য হ্রাস করে:** যাকাত ধনী ব্যক্তিদের থেকে কম ভাগ্যবানদের কাছে সরাসরি সম্পদ স্থানান্তর করে, যা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য কমাতে এবং সামাজিক ন্যায্যবিচার প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।
৩. **অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ায়:** সংগৃহীত তহবিল প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হয় যারা এই অর্থ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে।
৪. **ধর্মীয় দিক:** যাকাত মজুতদারীকে নিরুৎসাহিত করে এবং উদারতাকে উৎসাহিত করে মানব সম্প্রদায় এবং সহানুভূতির অনুভূতি জাগিয়ে সম্পদকে বিস্তৃত করে।

সংক্ষেপে, যাকাত ন্যায্য সম্পদ বন্টনকে উৎসাহিত করে এবং সমাজকে অর্থনৈতিক ও আত্মিক দিক উন্নত করে।

প্রশ্ন-১৭. অর্থের ব্যাপারে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি কি?

ইসলামী অর্থনীতিতে অর্থের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় যার লক্ষ্য ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা:

১. **সুদমুক্ত (রিবা):** ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করেছে কারণ এটি শোষণ ও অসমতার দিকে পরিচালিত করে। ইসলাম মুনাফা ভাগাভাগি এবং ঝুঁকি ভাগাভাগি আর্থিক লেনদেনকে উৎসাহিত করে।
২. **প্রকৃত মূল্য:** অর্থের প্রকৃত মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করা যার অর্থ এটি বাস্তব সম্পদের সাথে আবদ্ধ অনবদ্য মুদ্রার কারণে অনুমান এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করে।
৩. **সদকা:** মুসলমানদের বাধ্যতামূলক (যাকাত) এবং স্বেচ্ছাসেবী (সদকা) দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যা দারিদ্র্য হ্রাস এবং সমাজের উন্নতিতে সহায়তা করে।
৪. **সততা:** অর্থের সাথে অন্তর্ভুক্ত লেনদেনগুলি প্রতারণা রোধ করে অবশ্যই স্বচ্ছ এবং সৎ হতে হবে।

সামগ্রিকভাবে অর্থের প্রতি ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পদের নৈতিক ব্যবহার এবং সঞ্চালন নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার এবং সামাজিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রশ্ন-১৮. ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে দেখা হয়?

ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয় কারণ ইসলাম ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। এর মূল্যবান ত্রিফালাপ নিচে তুলে ধরা হলো:

১. **সততা এবং স্বচ্ছতা:** ব্যবসায়ীদের তাদের লেনদেনে সত্যবাদী হতে হবে নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত লেনদেন স্বচ্ছ এবং ন্যায্য।
২. **সুদ নেই (রিবা):** ব্যবসায়ীরা সুদ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় কারণ এটি মানুষকে শোষণ করে অন্যদিকে ইসলামী অর্থনীতি লাভ-বন্টন এবং অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করা হয়।
৩. **ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ:** ইসলাম ন্যায্য মূল্যের প্রচার করে যেখানে পণ্য এবং পরিষেবাগুলি শোষণ এড়িয়ে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে বিক্রি হয়।
৪. **নৈতিক আচরণ:** ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় সততা বজায় রেখে প্রতারণা, মজুতদারি এবং অন্যান্য অনৈতিক অভ্যাস এড়াতে সহায়তা করে।
৫. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** মুনাফা সমাজের উপকারে ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয় যার একটি অংশ দাতব্য (যাকাত) যাচ্ছে তা নিশ্চিত করে।

এইভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নৈতিক ও ন্যায্যসঙ্গত পদ্ধতিতে সমাজের কল্যাণে অবদান রেখে বৈধ আয় উপার্জনের উপায় হিসাবে দেখা হয়।

প্রশ্ন-১৯. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী? [BPE-96th]

অথবা, ইসলামিক অর্থব্যবস্থায় ব্যবসা এবং বাণিজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? BPE-6th

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নৈতিক ও নৈতিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

১. **সুদমুক্ত (রিবা):** এটি সুদ-ভিত্তিক লেনদেন এড়ায় লাভ-বন্টন এবং ন্যায্যতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
২. **সততা এবং স্বচ্ছতা:** ব্যবসায়িক লেনদেনে প্রতারণা প্রতিরোধের জন্য স্পষ্ট চুক্তি এবং সততা অনুশীলন প্রতিষ্ঠা করে।
৩. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** ঝুঁকির সূষ্ঠ বন্টনের উপর জোর দিয়ে অংশীদারদের মধ্যে লাভ এবং ক্ষতি ভাগ করা হয়।
৪. **ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ:** গ্রাহকদের শোষণ এড়াতে পণ্য এবং পরিষেবার যুক্তিসঙ্গত মূল্য থাকা উচিত।

৫. **নৈতিক মান:** ইসলামিক বাণিজ্য অ্যালকোহল বা জুয়ার মতো অনৈতিক পণ্যের ব্যবসা নিষিদ্ধ করে, ব্যবসায়িক অনুশীলনকে নৈতিক মূল্যবোধের সাথে সারিবদ্ধ করে।
৬. **সামাজিক দায়বদ্ধতা:** উপার্জনের একটি অংশ দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হবে বলে আশা করা হচ্ছে, সমাজের উপকারে সম্পদের প্রচলন নিশ্চিত করা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত করে যে ব্যবসা-বাণিজ্য সূষ্ঠা নৈতিকভাবে এবং সমাজের কল্যাণের জন্য পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-২০. রিবার সংজ্ঞা দাও। শ্রেণীবদ্ধ করা উপযুক্ত উদাহরণ সহ রিবা। [BPE-96th, BPE-98th.]

অথবা, বিভিন্ন প্রকার রিবা আলোচনা কর।

রিবা অন্যায বা শোষণমূলক লাভকে বোঝায় সাধারণত সুদ হিসাবে বোঝা যায় যা ইসলামিক অর্থায়নে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এতে অর্থ ধার দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া বা লেনদেনে অসম মূল্যের ব্যবসা অন্তর্ভুক্ত।

রিবার প্রকারভেদঃ

১. রিবা আল-নাসিআহ :

- **সংজ্ঞা:** ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ, যেখানে একজন ঋণদাতা মুলের চেয়ে বেশি গ্রহণ করে।
- **উদাহরণ:** একজন ব্যক্তি \$1,000 ধার দেয় কিন্তু সুদের চার্জের কারণে \$1,200 ফেরত আশা করে।

২. রিবা আল-ফাদল :

- **সংজ্ঞা:** অনুরূপ ধরণের পণ্যের এমন একটি বিনিময়, যেখানে একটির বদলে আরেকটি দেওয়া হলেও তাদের মূল্য সমান নয়।
- **উদাহরণ:** 2 কেজি নিম্নমানের খেজুরের জন্য 1 কেজি ভাল মানের খেজুর বিনিময় করা।

উভয় রূপে রিবা অন্যায্য সমৃদ্ধি ও শোষণের দিকে পরিচালিত করে যা ইসলামের লক্ষ্য ন্যায্যতা এবং নৈতিক অর্থনৈতিক অনুশীলনের প্রচারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা।

প্রশ্ন-২১. রিবা কিভাবে ঋণগ্রহীতা, সমাজ ও অর্থনীতির জন্য ধ্বংসাত্মক তা ব্যাখ্যা কর? [BPE-96th]

রিবা বা সুদ, ঋণগ্রহীতা, সমাজ এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সামাজিকভাবে ক্ষতি এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করে। নিম্নে এ নিয়ে বক্তব্য তুলে ধরা হলো:

১. ঋণগ্রহীতাদের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি:

- উচ্চ-সুদের হার ঋণের বোঝা বাড়ায়, ব্যক্তি এবং ব্যবসার জন্য ঋণ পরিশোধ করা কঠিন করে তোলে, সম্ভাব্য আর্থিক সঙ্কট বা দেউলিয়া হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।

২. সমাজের জন্য:

- রিবা ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে প্রশস্ত করে। যারা সুদে টাকা ধার দিতে পারে তারা ধনী হয়, যখন ঋণগ্রহীতারা প্রায়ই চক্রবৃদ্ধি সুদের কারণে দারিদ্রের গভীরে ডুবে যায়।

৩. অর্থনীতির জন্য:

- এটি অনুমান এবং টেকসই ঋণের মাত্রাকে উৎসাহিত করে যা আর্থিক সংকটের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অত্যধিক সুদের বাধ্যবাদকতা ভোক্তাদের ব্যয় এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হ্রাস করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমায়।

ইসলাম ব্যক্তি এবং বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল রক্ষা করে এমন ন্যায্যসঙ্গত এবং টেকসই অর্থনৈতিক অনুশীলনকে উৎসাহিত করতে রিবাকে নিষিদ্ধ করে।

প্রশ্ন-২২. রিবা আল-ফাদল উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

রিবা আল- ফাদল হল এক ধরণের সুদ যা বিভিন্ন পরিমাণে বা গুণাবলীতে অনুরূপ পণ্যের অসম বিনিময় থেকে উদ্ভূত হয়। এর লক্ষ্য বাণিজ্যে অন্যায় সুবিধা রোধ করা এবং লেনদেন সুষ্ঠুতা নিশ্চিত করা।

উদাহরণ:

১. স্বর্ণ বিনিময়:

- যদি কেউ একই মানের 15 গ্রাম স্বর্ণের জন্য 10 গ্রাম স্বর্ণ বিনিময় করে তবে এটি রিবা আল-ফাদল হিসাবে বিবেচিত হবে কারণ পরিমাণগুলি অসম। রিবা এড়াতে উভয় পক্ষকে সমান ওজনের সোনা বিনিময় করতে হবে।

২. গম বিনিময়:

- যদি একজন ব্যক্তি 2 কেজি নিম্নমানের গমের বিনিময়ে 1 কেজি উচ্চ মানের গমের লেনদেন করে তবে অসম পরিমাণের কারণে লেনদেনের সাথে রিবা আল- ফাদল অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম বাণিজ্যে ন্যায্যতা বজায় রাখতে এবং অনুরূপ পণ্যের মূল্য গুণমান বা পরিমাণের পার্থক্যের শোষণ রোধ করতে রিবা আল- ফাদলকে নিষিদ্ধ করে।

প্রশ্ন-২৩. রিবা আন- নাসিয়া উদাহরণ সহ আলোচনা করুন।

রিবা আন- নাসিয়া হল অর্থপ্রদানের বিলম্বের কারণে সময়ের সাথে অর্জিত সুদ বা লাভ। এই ধরণের রিবার অর্থ বা পণ্য ধার দেওয়া এবং পরিশোধের জন্য অনুমোদিত সময়ের জন্য অতিরিক্ত ফি নেওয়া অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী অর্থায়নে এটা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

উদাহরণ:

১. মহাজনী:

- যদি একজন ব্যক্তি \$1,000 লোন করে এবং এক বছর পর \$1,200 ফেরত দাবি করে অতিরিক্ত \$200 রিবা আন- নাসিয়া হিসাবে বিবেচিত হয় কারণ এটি ঋণের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চার্জ করা হয়।

২. ক্রেডিট পণ্য:

- বিলম্বিত অর্থপ্রদান প্ল্যানে \$10,000 মূল্যের একটি গাড়ি \$12,000-এ বিক্রি করা ও রিবা আন-নাসিয়া কারণ অতিরিক্ত \$2,000 হল অর্থপ্রদানে বিলম্বের জন্য একটি ফি।

রিবা আন- নাসিয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয় কারণ এটি অন্যায় অর্থনৈতিক অনুশীলনের দিকে নিয়ে যেতে পারে ঋণগ্রহীতাদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

প্রশ্ন-২৪. রিবার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

রিবার মূল বৈশিষ্ট্য যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এর মধ্যে রয়েছে:

- ১. বেশি মুনাফা:** রিবা একটি ঋণ বা লেনদেনের মূল পরিমাণের উপর অতিরিক্ত চার্জ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যায় লাভের দিকে পরিচালিত করে।
- ২. সুদ-ভিত্তিক লেনদেন:** এটি প্রাথমিকভাবে ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদের বোঝায় যেখানে ঋণদাতারা ঋণগ্রহীতার পরিস্থিতি নির্বিশেষে একটি নির্দিষ্ট রিটার্ন অর্জন করে।
- ৩. শোষণমূলক কাজ :** রিবা প্রায়ই ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক দুর্বলতাকে কাজে লাগায় যা সম্পদের বৈষম্যের দিকে পরিচালিত করে।

৪. **অনুৎপাদনশীল আয়:** এটি ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার বিপরীতে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান না রেখে আয় তৈরি করে।
৫. **ইসলামে নিষিদ্ধ:** অনৈতিক প্রকৃতির কারণে ইসলামী অর্থে রিবা নিষিদ্ধ, কারণ এটি অন্যায় সুবিধা এবং আর্থিক বোঝা তৈরি করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরে যে কেন রিবাকে অন্যায় এবং ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির পরিপন্থী হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা ন্যায্যতা এবং ন্যায্যতা প্রচার করে।

প্রশ্ন-২৫. সুদের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

প্রচলিত অর্থায়নে সুদের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. **নির্দিষ্ট শতাংশ:** সুদে ধার করা অর্থের পরিমাণের উপর একটি নির্দিষ্ট শতাংশ চার্জ করা হয় যা ঋণদাতার জন্য অতিরিক্ত আয় তৈরি করে।
২. **সময়-ভিত্তিক:** ধার্যকৃত সুদের পরিমাণ ঋণের সময়কালের উপর নির্ভর করে, দীর্ঘ ঋণের সময় সাধারণত বেশি সুদ ধার্য করে।
৩. **ঋণদাতার জন্য আয়:** এটি ঋণদাতাদের জন্য অধিক আয়ের উৎস হিসাবে কাজ করে যেমন ব্যাংক, ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজস্ব তৈরি করে।
৪. **ঋণগ্রহীতার বাধ্যবাধকতা:** ঋণগ্রহীতার তাদের ঋণের মূল পরিমাণের বাইরে একটি খরচ যোগ করে সুদ দিতে বাধ্য।
৫. **ব্যাপকভাবে গৃহীত:** সুদ হল প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় একটি আদর্শ অনুশীলন যা ঋণদাতার ঝুঁকি এবং মূলধন ব্যবহারের জন্য একটি বৈধ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখা হয়।

সুদ প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থার একটি সাধারণ অংশ, কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় এটিকে অন্যায় ও নিষিদ্ধ মনে করা হয়।

প্রশ্ন-২৬. ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য কি?

অথবা, ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। **BPE-96th.**

ইসলামী ব্যাংকিং এর উদ্দেশ্য হল ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল আর্থিক কর্মকাণ্ডের প্রচার করা। এখানে এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলি রয়েছে:

১. **সুদ-মুক্ত ব্যাংকিং:** ইসলামী ব্যাংকগুলি সুদ (রিবা) এড়িয়ে চলে এর পরিবর্তে লাভ-বন্টন এবং ফি-ভিত্তিক মডেলগুলিতে মনোযোগ দেয়।
২. **নৈতিক বিনিয়োগ:** বিনিয়োগগুলি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ এবং সমাজকে উপকৃত করে শরিয়াহ-সম্মত প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়।
৩. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** আর্থিক লেনদেন ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়ার জন্য গঠন করা হয়, ইকুইটি এবং অংশীদারিত্বের প্রচার করে।
৪. **সম্পদ বন্টন:** ইসলামী ব্যাংকিং যাকাত ও দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবন্টনকে উৎসাহিত করে, যার লক্ষ্য অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে সহায়তা করে।
৫. **স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচার:** লেনদেন সকল পক্ষের জন্য ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে সৎ অনুশীলনের উপর জোর দেয়।

এই উদ্দেশ্যগুলি নিশ্চিত করে যে ইসলামী ব্যাংকিং একটি ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার প্রচার করে যা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-২৭. ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জনে ইসলামী ব্যাংকিং এর ভূমিকা আলোচনা কর। BPE-99th.

ইসলামী ব্যাংকিং তার স্বতন্ত্র পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:

১. **নৈতিক অর্থায়ন:** সুদ (রিবা) এড়ানোর মাধ্যমে, ইসলামী ব্যাংকগুলি মুনাফা ভাগাভাগির উপর মনোযোগ দেয়, নিশ্চিত করে যে আর্থিক লেনদেন ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
২. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** ইসলামী ব্যাংকিং উভয় পক্ষের মধ্যে ঝুঁকি ভাগাভাগি করে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ন্যায্যতা বৃদ্ধি করে ইকুইটি প্রচার করে।
৩. **সামাজিক ন্যায়বিচার:** ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য যাকাত এবং দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবন্টনকে উৎসাহিত করা দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে সাহায্য করা।
৪. **নৈতিক বিনিয়োগ:** ইসলামী ব্যাংকগুলি সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করে সামাজিক উপকার করে।
৫. **স্বচ্ছতা:** লেনদেনগুলি ন্যায্য এবং ন্যায়বিচার প্রচার করে স্বচ্ছ ব্যাংকিং অনুশীলনগুলি নিশ্চিত করে।

এই উপায়ে, ইসলামী ব্যাংকিং একটি সুসম ও নৈতিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

প্রশ্ন-২৮. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দিন।

ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী আইন (শরিয়াহ) নীতির অধীনে কাজ করে যা প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা:

১. **সুদ বিহীন অর্থনীতি (রিবা):** ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত নয় এর পরিবর্তে তারা বাণিজ্য-ভিত্তিক কার্যক্রম এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।
২. **লাভ এবং ক্ষতি ভাগাভাগি:** মুদারাবাহ (লাভ ভাগাভাগি) এবং মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) এর মতো পণ্যগুলি ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের ব্যবসায়িক উদ্যোগের লাভ এবং ঝুঁকি ভাগ করে নেয়।
৩. **সম্পদ-সমর্থিত অর্থায়ন:** অনুমান এড়াতে লেনদেনগুলি অবশ্যই বাস্তব সম্পদ বা পরিষেবাগুলির দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে মুদারাবাহ (কস্ট-প্লাস ফিনান্স) এবং ইজারা (লিজিং) এর মতো পণ্য।
৪. **নৈতিক বিধিনিষেধ:** বিনিয়োগগুলি যাতে নিষিদ্ধ ক্রিয়াকলাপ (যেমন অ্যালকোহল, জুয়া এবং শুয়োরের মাংস সংক্রান্ত পণ্য অন্তর্ভুক্ত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য স্ক্রীন করা হয়।
৫. **যাকাত:** দাতব্য কারণ এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলিও যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে ভূমিকা পালন করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিত করে যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রিয়াকলাপগুলি নৈতিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-২৯. 'ব্যাংকিংয়ের মূল কাজ হল উদ্বৃত্ত ইউনিট থেকে ঘাটতি ইউনিটে তহবিল প্রবাহ নিশ্চিত করা'—আলোচনা করুন কীভাবে ইসলামী ব্যাংক এটি নিশ্চিত করে। BPE-99th.

অথবা, "উদ্বৃত্ত ইউনিট হতে ঘাটতি ইউনিটে তহবিল প্রবাহ নিশ্চিত করা ব্যাংকিং এর মূল কাজ - ইসলামিক ব্যাংক কীভাবে এটি নিশ্চিত করে তা আলোচনা করুন। BPE-6th.

ইসলামী ব্যাংকিং উদ্বৃত্ত ইউনিট (যাদের অতিরিক্ত তহবিল রয়েছে) থেকে ঘাটতি ইউনিটে (যাদের তহবিল প্রয়োজন) তহবিলের প্রবাহ নিশ্চিত করে এমনভাবে যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

১. **লাভ-বন্টন চুক্তি:** মুদারাবাহ (লাভ-বন্টন) চুক্তি ব্যবহার করে, ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের লাভ এবং ক্ষতি ভাগ করে নিতে সক্ষম করে।

২. **যৌথ উদ্যোগ:** মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) চুক্তিতে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়ই ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, লাভ এবং ঝুঁকি উভয়ই ভাগ করে নেয়।
৩. **সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন:** মুরাবাহা (কস্ট-প্লাস ফাইন্যান্সিং) ব্যাংকগুলিকে সম্পদ কিনতে এবং ক্লায়েন্টদের কাছে মার্কাআপে বিক্রি করার সুযোগ দেয় দেয়, সময়ের সাথে সাথে খরচ ছড়িয়ে দেয়।
৪. **লিজিং (ইজারা):** ইসলামিক ব্যাংকগুলি সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা হস্তান্তর ছাড়াই সরঞ্জাম বা সম্পত্তি অর্থায়ন প্রদান করে গ্রাহকদের সম্পদ ইজারা দেয়।

এই নৈতিক অর্থায়ন পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে, ইসলামী ব্যাংকগুলি দায়িত্বশীল এবং ন্যায্য তহবিল প্রবাহকে উন্নীত করে যাতে বিনিয়োগের সাথে অন্তর্ভুক্ত সকল পক্ষের সুবিধা হয়।

প্রশ্ন-৩০. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্যারান্টির ধারণা ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th

অথবা, ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্যারান্টি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নোট লিখুন। BPE-5th

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে গ্যারান্টিকে বলা হয় **কাফালাহ**, যার অর্থ হলো অন্যের পক্ষ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করা। এতে তিনটি পক্ষ থাকে: ঋণদাতা (creditor), ঋণগ্রহীতা (debtor) এবং জামিনদাতা (guarantor)। যদি ঋণগ্রহীতা তার দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে **কাফিল** (জামিনদাতা) সেই দায়িত্ব পালন করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো পেশাগতভাবে এই সেবা প্রদান করে যেমন: **পারফরমেন্স গ্যারান্টি**, **বিড বন্ড**, **শিপিং গ্যারান্টি** ইত্যাদি।

AAOIFI Shariah Standard No. 5 অনুযায়ী, কাফালাহ চুক্তির চারটি মূল শর্ত রয়েছে:

১. জামিনদাতাকে আইনগতভাবে সক্ষম হতে হবে এবং সম্মতি দিতে হবে,
২. ঋণগ্রহীতা হতে পারে এমনকি নাবালক, দেউলিয়া বা মানসিকভাবে অক্ষম,
৩. ঋণদাতা সবাইকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত হতে হবে,
৪. জামিনকৃত সম্পদটি বাস্তব, আদায়যোগ্য ও আইনগতভাবে বৈধ হতে হবে।

ইসলামী ব্যাংক এই গ্যারান্টি সেবার জন্য প্রশাসনিক ফি নিতে পারে, কিন্তু **সুদ গ্রহণ সম্পূর্ণ হারাম**। এই কাফালাহ পদ্ধতি ব্যবসায় আস্থা সৃষ্টি করে এবং দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, যা ইসলামী বাণিজ্যিক নীতিমালার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন-৩১. ইসলামী ব্যাংকের নন-ব্যাংকিং সেবা আলোচনা কর। BPE-99th.

শরিয়াহ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেশ কয়েকটি নন-ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে :

১. **তাকাফুল (ইসলামিক বীমা):** গ্রাহকদের জন্য নৈতিক ঝুঁকি ভাগাভাগি নিশ্চিত করে সুদ বা জুয়ায় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পারস্পরিক বীমা প্রদান করে।
২. **যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ:** ইসলামিক ব্যাংকগুলি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণে সহায়তা করে যা সম্প্রদায়ের উন্নয়নে সহায়তা করে এবং অভাবীদের সহায়তা করে।
৩. **শরীয়াহ উপদেষ্টা:** ইসলামী ব্যাংকগুলি আর্থিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে এবং নিশ্চিত করে যে ক্লায়েন্টদের কার্যক্রম ইসলামী নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
৪. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা:** পরিষেবাগুলির মধ্যে রয়েছে আর্থিক পরিকল্পনা এবং এস্টেট ব্যবস্থাপনা ক্লায়েন্টদের তাদের সম্পদ নৈতিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে সহায়তা করে।
৫. **ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণ:** ব্যক্তি বা ছোট ব্যবসাকে সুদ ছাড়াই ছোট ঋণ প্রদান করে উদ্যোক্তা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচার করে।

এই পরিষেবাগুলি ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িকভাবে তাদের নৈতিক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে তাদের আর্থিক অনুশীলনগুলিকে সারিবদ্ধ করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৩২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ কি?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের প্রধান আর্থিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বেশ কয়েকটি মূল কার্য সম্পাদন করে:

১. **মুদ্রানীতি:** অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার এবং অর্থ সরবরাহ পরিচালনা করে।
২. **ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ:** একটি স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে।
৩. **মুদ্রা ইস্যুকরণ:** অর্থনীতিতে পর্যাপ্ত নগদ প্রবাহ নিশ্চিত করে জাতীয় মুদ্রা মুদ্রণ এবং বিতরণের জন্য কাজ করে।
৪. **বৈদেশিক মুদ্রা:** দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিচালনা করে এবং জাতীয় মুদ্রার বিনিময় হারকে স্থিতিশীল করে।
৫. **সরকারের ব্যাংক:** সরকারের কাছে ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে, তার অ্যাকাউন্টগুলি পরিচালনা করে এবং ঋণ ইস্যু করে।
৬. **ঋণদানের শেষ অবলম্বন:** ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আর্থিক সংকটের সময় ব্যাংকগুলিকে জরুরি তহবিল প্রদান করে।

এই ফাংশনগুলি একটি স্থিতিশীল এবং স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি বজায় রাখতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-৩৩. শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং এর প্রধান নিষেধাজ্ঞাগুলি বর্ণনা করুন। [BPE-96th]

শরীয়াহ -ভিত্তিক ব্যাংকিং ইসলামী নীতির সাথে সারিবদ্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ করে:

১. **রিবা (সুদ):** সুদ নেওয়া বা পরিশোধ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। পরিবর্তে আর্থিক লেনদেনের জন্য লাভ-বন্টন এবং ফি-ভিত্তিক কাঠামো ব্যবহার করা হয়।
২. **ঘরর (অনিশ্চয়তা):** চুক্তিতে অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা বা অস্পষ্টতা নিষিদ্ধ। সমস্ত শর্তাবলী উভয় পক্ষের কাছে পরিষ্কার হতে হবে।
৩. **মায়সির (জুয়া):** জুয়া খেলার মতো অনুমানমূলক লেনদেন যেখানে ফলাফল সুযোগের উপর নির্ভর করে অনুমোদিত নয়।
৪. **অনৈতিক বিনিয়োগ:** মদ, জুয়া এবং শূকরের মাংসের মতো শিল্পে বিনিয়োগ করা যা ইসলামিক মূল্যবোধের পরিপন্থী, অনুমোদিত নয়।
৫. **মজুতদারি:** উৎপাদনশীলভাবে ব্যবহার না করে অত্যধিক সম্পদ সঞ্চয় করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়, কারণ এটি অর্থনীতিতে সম্পদের সঞ্চালনকে বাধাগ্রস্ত করে।

এই নিষেধাজ্ঞাগুলি নৈতিক স্বচ্ছ এবং ন্যায্য আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করে অর্থনীতিতে ন্যায্যবিচার ও কল্যাণের প্রচার করে।

প্রশ্ন-৩৪. ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর অধীনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং নিয়ে আলোচনা করুন।

একটি ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং একটি ন্যায্য ও নৈতিক আর্থিক ব্যবস্থাকে উন্নীত করার জন্য শরীয়াহ নীতির মধ্যে কাজ করে:

১. **সুদ-মুক্ত কার্যক্রম:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐতিহ্যগত সুদ-ভিত্তিক আর্থিক নীতিগুলি এড়িয়ে চলে। পরিবর্তে, এটি মুনাফা ভাগাভাগি প্রক্রিয়া এবং শরীয়াহ -সম্মত আর্থিক উপকরণ ব্যবহার করতে পারে।
২. **ইসলামী মুদ্রানীতি:** এটি সুদের পরিবর্তে মুনাফা ভাগাভাগির উপর ভিত্তি করে সরাসরি ঋণ, রিজার্ভ অনুপাত এবং উন্মুক্ত বাজার কার্যক্রমের মতো সরঞ্জাম ব্যবহার করে।

৩. **শরীয়াহ তত্ত্বাবধান:** একটি শরীয়াহ বোর্ড ইসলামী নীতির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে।
৪. **তারল্য ব্যবস্থাপনা:** ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুদ-মুক্ত তারল্য সহায়তা প্রদান করে, আর্থিক ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।
৫. **নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধান:** ব্যাংকিং খাতে নৈতিক এবং বুঁকি ভাগাভাগি নীতির প্রচারের জন্য প্রবিধান তৈরি করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ইসলামী আর্থিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৩৫. মুদ্রানীতি কি? মুদ্রানীতির উপকরণসমূহ আলোচনা কর।

মুদ্রানীতি একটি অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ এবং সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা বাস্তবায়িত কর্ম এবং কৌশলগুলিকে বোঝায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল মূল্য স্থিতিশীল করা (মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ), পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীত করা।

মুদ্রানীতির উপকরণ:

১. সুদের হার:

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক বেঞ্চমার্ক সুদের হার নির্ধারণ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যে হার নির্ধারণ করে তা প্রভাবিত করে।
- সুদের হার কমানো ঋণ গ্রহণ এবং ব্যয়কে উৎসাহিত করে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে।
- সুদের হার বাড়ানো বিপরীত কাজ করে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ধীর করে দেয়।

২. ওপেন মার্কেট অপারেশনস (OMOs):

- প্রচলনে অর্থের পরিমাণ সামঞ্জস্য করতে সরকারী সিকিউরিটিজ কেনা বা বিক্রি করা অন্তর্ভুক্ত।
- সিকিউরিটিজ কেনা অর্থনীতিতে নগদ ইনজেক্ট করে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।
- সিকিউরিটিজ বিক্রি অর্থনীতি থেকে নগদ সরিয়ে দেয় অর্থ সরবরাহ হ্রাস করে।

৩. রিজার্ভ প্রয়োজনীয়তা:

- রিজার্ভ ব্যাংকগুলির ন্যূনতম পরিমাণের প্রবিধানগুলি অবশ্যই তাদের আমানতের বিরুদ্ধে ধরে রাখতে হবে।
- রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা কমানোর ফলে ব্যাংকগুলি আরও বেশি ঋণ দিতে পারে অর্থ সরবরাহ বাড়ায়।
- রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকগুলি যে পরিমাণ ঋণ দিতে পারে তা হ্রাস করে অর্থ সরবরাহকে শক্ত করে।

৪. মূল্যহ্রাসের হার:

- কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্বল্পমেয়াদী ঋণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে যে সুদের হার দেয়।
- ডিসকাউন্ট রেট কমানোর ফলে ঋণ নেওয়া সস্তা হয়, ব্যাংকগুলিকে আরও ধার দিতে উৎসাহিত করে।
- হার বাড়ালে ঋণ নেওয়া আরও ব্যয়বহুল হয়, ঋণ কমিয়ে দেয়।

এই উপকরণগুলি সম্মিলিতভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে, মুদ্রাস্ফীতি, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখে।

প্রশ্ন-৩৬. একটি প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

অথবা, একটি প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর করার প্রধান প্রভাবসমূহ আলোচনা করুন।

অথবা, বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংক সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০০৯ অনুযায়ী প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরের প্রক্রিয়া লিখুন। **BPE-98th.**

একটি প্রচলিত ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে হয়:

১. **নিয়ন্ত্রক অনুমোদন:** বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদন নিতে হবে।
২. **শরিয়াহ পরামর্শ বোর্ড:** ইসলামী নীতিমালা অনুসরণের জন্য একটি শরিয়াহ বোর্ড গঠন করতে হবে।
৩. **পণ্য রূপান্তর:** প্রচলিত সুদভিত্তিক পণ্য পরিবর্তন করে মুনাফা ভাগাভাগির ভিত্তিতে শরিয়াহসম্মত পণ্য চালু করতে হবে।
৪. **প্রশিক্ষণ:** ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইসলামী ব্যাংকিং নীতিমালা ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৫. **বিপণন:** ইসলামী ব্যাংকিংয়ে আগ্রহী গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে উপযুক্ত বিপণন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।
৬. **প্রযুক্তি উন্নয়ন:** শরিয়াহসম্মত লেনদেন পরিচালনার জন্য ব্যাংকিং প্রযুক্তি উন্নত করতে হবে।
৭. **আইনি নথিপত্র:** ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত আইনি চুক্তি ও নথিপত্র হালনাগাদ করতে হবে।
৮. **গ্রাহক সচেতনতা:** সাধারণ গ্রাহকদের ইসলামী ব্যাংকিং সেবা ও এর সুবিধা সম্পর্কে সহজ ভাষায় অবহিত করতে হবে।

প্রশ্ন-৩৭. ইসলামী ব্যাংকের কাজ কি কি?

অথবা, ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো কি কি? [**BPE-96th, BPE-97th BPE-5th**]

ইসলামি ব্যাংকগুলো বেশ কিছু কাজ করে:

১. **আমানতের গ্রহণ :** ইসলামী ব্যাংকগুলি বর্তমান সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের আমানত গ্রহণ করে যেখানে আমানতকারীরা লাভ এবং ক্ষতির অংশীদার হন।
২. **অর্থায়ন :** তারা সুদ-ভিত্তিক লেনদেন এড়িয়ে মুদারাবাহ (লাভ ভাগাভাগি) এবং মুশারাকাহ (যৌথ উদ্যোগ) এর মতো শরিয়াহ -সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থায়ন প্রদান করে।
৩. **বিনিয়োগ :** ইসলামী ব্যাংকগুলি ইসলামী নীতিগুলি মেনে চলার সাথে সাথে নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করে শরিয়াহ -সম্মত উদ্যোগে বিনিয়োগ করে।
৪. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা :** তারা সম্পদ ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদান করে, ক্লায়েন্টদের সুকুক (ইসলামিক বন্ড) এর মতো ইসলামিক বিনিয়োগ উপকরণের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৫. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা :** ইসলামী ব্যাংক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহার করে যা শরিয়াহ নীতিমালা মেনে চলে ঝুঁকি কমিয়ে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ লেনদেন নিশ্চিত করে।
৬. **সম্প্রদায়ের উন্নয়ন :** তারা সমাজের উপকার করে এবং ইসলামী মূল্যবোধ মেনে চলা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সামাজিক কল্যাণকে উৎসাহিত করে এমন প্রকল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৩৮. দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং এর সমস্যাগুলো আলোচনা করুন।

অথবা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে তা কী? আপনার মতামত দিন। **BPE-97th**

দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামি ব্যাংকিং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন:

১. **নিয়ন্ত্রক প্রতিবন্ধকতা :** নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রচলিত ব্যাংকিংকে সমর্থন করে যা ইসলামী ব্যাংকগুলির জন্য সমান পদক্ষেপে কাজ করা কঠিন করে তোলে।

২. **সচেতনতার অভাব** : অনেক লোক ইসলামী ব্যাংকিং নীতির সাথে পরিচিত নয় যার ফলে ভুল ধারণা এবং ইসলামী আর্থিক দিকগুলির সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে অনীহা দেখা দেয়।
৩. **সীমিত পণ্যের পরিসর** : ইসলামী ব্যাংকগুলির প্রতিযোগিতামূলকতা সীমিত করে শরিয়াহ সম্মতির প্রয়োজনীয়তার কারণে প্রচলিত ব্যাংকগুলির তুলনায় কম পণ্য বিকল্প থাকতে পারে।
৪. **মানব সম্পদের অভাব** : ইসলামী ব্যাংকিং এর জন্য শরীয়া নীতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত পেশাদারিত্বের অভাব রয়েছে।
৫. **ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা** : শরিয়াহ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সরঞ্জাম তৈরি করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে কার্যকরভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।
৬. **বাজার বিভাজন** : দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাজারে বিভাজন ঘটাতে পারে ইসলামী ব্যাংকগুলি প্রাথমিকভাবে মুসলিম গ্রাহকদের পরিষেবা দেয়, তাদের বাজারের নাগাল সীমিত করে।

উদাহরণ: দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংকগুলি নিয়ন্ত্রক প্রতিবন্ধকতা সচেতনতার অভাব এবং পণ্যের পরিসর এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

প্রশ্ন-৩৯. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা কি?

অথবা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দ্রুত বৃদ্ধির কারণগুলো কী? BPE-98th

বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং এর সম্ভাবনা রয়েছে:

১. **ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা** : প্রধানত মুসলিম জনসংখ্যার সাথে শরীয়াহ -সম্মত আর্থিক পরিষেবাগুলির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে।
২. **সরকারী সহায়তা** : বাংলাদেশ সরকার ইসলামী ব্যাংকিং উদ্যোগকে সমর্থন করে প্রবৃদ্ধির জন্য একটি অনুকূল নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করে।
৩. **সচেতনতা বৃদ্ধি** : দিন দিন আরও বেশি মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং নীতি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং নৈতিক আর্থিক বিকল্প খুঁজতে চাহিদা চালনা করছে।
৪. **অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা** : বাংলাদেশের স্থিতিশীল অর্থনীতি ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রদান করে।
৫. **অবকাঠামো উন্নয়ন** : চলমান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলির জন্য যথেষ্ট অর্থায়নের প্রয়োজন, ইসলামী ব্যাংকগুলির জন্য শরীয়াহ -সম্মত অর্থায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ উপস্থাপন করে।
৬. **উদ্ভাবন** : ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে ক্রমাগত উদ্ভাবন আরও গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে এবং সেক্টরের বৃদ্ধি বাড়াতে সহায়তা করছে।

উদাহরণ: সরকারী সহায়তা, ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যা এবং ক্রমবর্ধমান সচেতনতা সহ, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন-৪০. আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সম্পদ বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? আপনার মতামত দিন [BPE-96th, BPE-98th]

হ্যাঁ, বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সম্পদ বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা বিভিন্ন উপায়ে এই বৃদ্ধিতে অবদান রাখে:

১. **বৈচিত্র্যকরণ** : ইসলামী ব্যাংক শরিয়াহ -সম্মত আর্থিক পণ্য অফার করে, বাজারকে বৈচিত্র্যময় করে এবং গ্রাহকদের আকৃষ্ট করে যারা নৈতিক ব্যাংকিং সমাধান পছন্দ করে।
২. **বর্ধিত প্রতিযোগিতা** : ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকগুলিকে উদ্ভাবন এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য অফার করতে অনুপ্রাণিত করে যা সামগ্রিক সেক্টরের বৃদ্ধিকে সাহায্য করে।
৩. **বাজার সম্প্রসারণ** : ইসলামিক ব্যাংকগুলি জনসংখ্যার পূর্বে অনুন্নত অংশগুলিতে ট্যাপ করে ব্যাংকিং পরিষেবাগুলির সামগ্রিক বাজারকে প্রসারিত করে।
৪. **আর্থিক অন্তর্ভুক্তি** : ইসলামী ব্যাংকগুলি এমন ব্যক্তিদের ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে যারা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়েছেন যার ফলে সেক্টরের সামগ্রিক সম্পদের ভিত্তি বৃদ্ধি পায়।
৫. **অবকাঠামোতে বিনিয়োগ** : ইসলামী ব্যাংক অবকাঠামো প্রকল্পে অর্থায়নে অংশগ্রহণ করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে এবং সেক্টরের সম্পদ বৃদ্ধি করে।

উদাহরণ: বৈচিত্র্যকরণ, বর্ধিত প্রতিযোগিতা, বাজার সম্প্রসারণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অবকাঠামোতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সম্পদের বৃদ্ধিতে ইসলামি ব্যাংকগুলি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-৪১. কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ব্যাংকিং পরিষেবাগুলি বর্ণনা করুন যা একটি সাধারণ ইসলামী ব্যাংক করে।

অথবা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে, সেগুলো উল্লেখ করুন। BPE-97th.

ইসলামী ব্যাংকগুলো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে:

১. **ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল)** : ঝুঁকি কমানোর জন্য ব্যক্তি ও ব্যবসার জন্য শরিয়াহ -সম্মত বীমা পণ্য সরবরাহ করা।
২. **ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড** : শরিয়াহ -অনুযায়ী ফান্ডে বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া , ক্লায়েন্টদের নৈতিক উদ্যোগে বিনিয়োগ করার সুযোগ দেয়।
৩. **ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট সার্ভিসেস** : সুকুক (ইসলামিক বন্ড) এবং ইকুইটির মতো শরিয়াহ -সম্মত সিকিউরিটিজের ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদান করে।
৪. **ইসলামিক এস্টেট প্ল্যানিং** : ইসলামিক উত্তরাধিকার আইন এবং নীতি অনুসারে তাদের এস্টেট গঠনে গ্রাহকদের সহায়তা করে।
৫. **ইসলামিক আর্থিক পরামর্শ** : সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং অবসর পরিকল্পনা সহ ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে।
৬. **ইসলামিক ক্ষুদ্রঋণ** : শরিয়াহ নিদেশিকা অনুসরণ করে উদ্যোক্তা এবং ছোট ব্যবসায়িকদের ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করে।

উদাহরণ: ব্যাংকিং পরিষেবা ছাড়াও, ইসলামী ব্যাংকগুলি তাকাফুল, বিনিয়োগ তহবিল, পুঁজিবাজার পরিষেবা, এস্টেট পরিকল্পনা, আর্থিক পরামর্শ এবং ক্ষুদ্রঋণের মতো নন-ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে।

প্রশ্ন-৪২. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? BPE-98th.

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১. **অন্তর্নিহিত মূল্য**: মুদ্রার অন্তর্নিহিত মূল্য থাকতে হবে, যা সাধারণত স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মতো পণ্যে প্রকাশিত হয়।
২. **বিনিময় মাধ্যম**: এটি অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য এবং লেনদেন সহজ করে।
৩. **মূল্য সংরক্ষণ**: সময়ের সাথে সাথে এর মূল্য ধরে রাখে, যা সঞ্চয় এবং ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য উপযোগী।
৪. **মূল্য পরিমাপ**: এটি পণ্য ও সেবার মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি মান সরবরাহ করে।

৫. **রিবা নিষিদ্ধকরণ:** মুদ্রা নিজে থেকেই সুদ (রিবা) উৎপন্ন করতে পারবে না।
৬. **জল্পনার (স্পেকুলেশন) পরিহার:** মুদ্রা জল্পনার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়, যা অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনতে সহায়ক।

প্রশ্ন-৪৩. ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ নিষিদ্ধ কিন্তু বাণিজ্য বৈধ—বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। BPE-98th.

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ (রিবা) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু শরিয়াহ আইনের অধীনে বাণিজ্য বৈধ। এর মূল নীতি হলো অর্থ শুধুমাত্র ঋণের উপর সুদ অর্জন করে অর্থ উৎপন্ন করতে পারে না বরং, মুনাফা আসা উচিত বৈধ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ থেকে। কুরআন স্পষ্টভাবে রিবাকে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু বাণিজ্যকে উৎসাহিত করেছে, যা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ঝুঁকি এবং পুরস্কার ভাগাভাগি করার একটি পদ্ধতি নির্দেশ করে।

বাণিজ্যে মুনাফা অর্জিত হয় পণ্য বা সেবা বিক্রি করার মাধ্যমে, যেখানে ক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করা হয়। এতে প্রকৃত অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং মূল্য সৃষ্টির বিষয় জড়িত থাকে। বিপরীতে, সুদ অর্থ থেকে অর্থ উপার্জন করে, যেখানে কোনও উৎপাদনশীল কার্যকলাপ থাকে না। ইসলামী ব্যাংকগুলো তাই সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে বাণিজ্য এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগে নিযুক্ত হয়। তারা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে, মুদারাবা এবং মুশারাকা মতো মুনাফা ভাগাভাগির মডেলের মাধ্যমে অর্থায়ন প্রদান করে এবং ইজারা (লিজিং) এর অধীনে সম্পদ ইজারা দেয়, যা ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-৪৪. শরিয়াহ-অননুমোদিত পণ্য ও সেবাসমূহের তালিকা তৈরি করুন। BPE-97th

শরিয়াহ-অননুমোদিত পণ্য ও সেবাসমূহ হলো সেগুলি যা ইসলামী নীতিমালা লঙ্ঘন করে। এর কয়েকটি মূল উদাহরণ:

১. **সুদভিত্তিক ঋণ:** যেকোনো আর্থিক লেনদেনে সুদের (রিবা) সংমিশ্রণ ইসলামে নিষিদ্ধ।
২. **প্রচলিত বীমা:** প্রচলিত বীমা অনিশ্চয়তা (ঘারার) এবং জুয়ার (মাইসির) উপাদান ধারণ করে, যা শরিয়াহ অনুযায়ী অননুমোদিত নয়।
৩. **মদ্যপান এবং তামাকজাত পণ্য:** মদ্যপান এবং তামাকজাত পণ্য উৎপাদন বা বিক্রি করে এমন ব্যবসায় বিনিয়োগ নিষিদ্ধ।
৪. **জুয়া:** যেকোনো ধরনের জুয়া বা বাজি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।
৫. **হারাম পণ্য:** শূকরের মাংস বা শূকরের মাংস সংক্রান্ত পণ্যগুলিতে বিনিয়োগের সুযোগ নেই।
৬. **কাল্পনিক লেনদেন:** উচ্চ ঝুঁকির জল্পনামূলক বাণিজ্য, যেমন ডেরিভেটিভ এবং ফিউচারস, শরিয়াহ অনুযায়ী অননুমোদিত নয়। শরিয়াহ আইন মেনে চলার জন্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই ধরনের পণ্য ও সেবা এড়িয়ে চলে।

প্রশ্ন-৪৫. "ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ"—এই নিয়মের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। BPE-97th BPE-5th.

"ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ" এই নিয়ম ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি মৌলিক নীতি। এর গুরুত্ব হলো:

১. **নৈতিক লেনদেন:** সুদ নিষিদ্ধ করে সকল আর্থিক লেনদেন ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায্য হওয়া নিশ্চিত করা হয়, যাতে কারও শোষণ না ঘটে।
২. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** সুদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট রিটার্ন অর্জনের পরিবর্তে ইসলামী ব্যাংকিং মুনাফা ও ক্ষতি ভাগাভাগির প্রচার করে, যাতে উভয় পক্ষ ঝুঁকি ও পুরস্কার ভাগ করে নিতে পারে।
৩. **অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার:** এটি সুদভিত্তিক ঋণের মাধ্যমে সম্পদ কেন্দ্রীকরণ রোধ করে, ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বন্টনকে উৎসাহিত করে।

৪. **বাস্তব অর্থনীতির উপর গুরুত্ব:** ইসলামী ব্যাংকগুলো বাস্তব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সম্পদের বিনিয়োগে মনোযোগ দেয়, যা টেকসই বৃদ্ধিতে সহায়ক।
৫. **সামাজিক কল্যাণ:** তহবিলগুলি বাণিজ্য, শিল্প এবং কৃষির মতো উৎপাদনশীল উদ্যোগে পরিচালিত হয়, যা সমাজের কল্যাণে সহায়ক। এই নিয়ম ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, যা নৈতিক, ন্যায্যসঙ্গত এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল আর্থিক চর্চা নিশ্চিত করে।

কেস স্টাডি

কেস-১: ইসলামী ব্যাংকিং, রিবা-মুক্ত অর্থায়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার

আল-নূর ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড নূরপুর নামে একটি ছোট শহরে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই শহরে প্রচলিত ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক উভয়ই দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হয়। শহরের অধিকাংশ মানুষ নিম্ন আয়ের বা মধ্যম আয়ের স্তরের অন্তর্ভুক্ত। অনেক ছোট দোকানদার তাদের ব্যবসা চালানোর জন্য ব্যাংক অর্থায়নের ওপর নির্ভর করে। মি. করিম নূরপুর বাজারে একটি ছোট মুদি দোকান পরিচালনা করেন। কয়েক বছর আগে তিনি ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রচলিত ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ধীর বিক্রি এবং বাড়তি দামের কারণে তিনি নির্ধারিত সুদের কিস্তি পরিশোধ করতে পারেননি। এর ফলে তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তিনি আর্থিকভাবে চাপে পড়ে যান। পরে করিম আল-নূর ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে জানতে পারেন। শাখায় গিয়ে তিনি পণ্য ক্রয়ের জন্য মুরাবাহা ভিত্তিক অর্থায়ন এবং দোকান সম্প্রসারণের জন্য মুশারাকা অংশীদারিত্বের প্রস্তাব পান। এসব পদ্ধতিতে ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়ই লাভ ও ঝুঁকি ভাগ করে নেয়, এবং এখানে কোনো নির্দিষ্ট সুদ (রিবা) আরোপ করা হয় না। ব্যাংকটি খুব দরিদ্র মানুষের জন্য যাকাত তহবিল, সদকা তহবিল এবং একটি ছোট কার্ড-ই-হাসানা কর্মসূচিও পরিচালনা করে। শাখাটি মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টারে নিয়মিত সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করে, যেখানে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এসব আলোচনায় রিবাবি নিষেধাজ্ঞা, ন্যায্য বাণিজ্য এবং সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মতো বিষয় তুলে ধরা হয়। শাখাটি শরিয়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে। সময়ের সঙ্গে নূরপুরের অনেক মানুষ প্রচলিত ব্যাংক থেকে সঞ্চয় ও অর্থায়ন সরিয়ে ইসলামী ব্যাংকে নিয়ে আসেন, কারণ তারা এই ব্যবস্থাকে বেশি নৈতিক এবং নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন।

প্রশ্ন:

- ক) কেস অনুযায়ী আল-নূর ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে ইসলামী অর্থনীতির চারটি মৌলিক নীতি চিহ্নিত করুন।
- খ) মুরাবাহা ও মুশারাকা ভিত্তিক অর্থায়ন কীভাবে মি. করিমের আগের সুদভিত্তিক ঋণ থেকে ভিন্ন? রিবা ও ঝুঁকি-সহভাগিতার ধারণা ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করুন।
- গ) যাকাত, সদকা ও কার্ড-ই-হাসানা কীভাবে নূরপুরে সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
- ঘ) কেস ব্যবহার করে দেখান যে ইসলামী ব্যাংকিং কীভাবে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য—সামাজিক ন্যায়বিচার, দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থের নৈতিক ব্যবহার—অর্জনে সাহায্য করে।
- ঙ) নূরপুরের মতো দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংককে সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন দুটি নীতিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা উল্লেখ করুন।

উত্তর:

- ক) কেসে প্রদর্শিত ইসলামী অর্থনীতির চারটি মৌলিক নীতি

১. **রিবার নিষেধাজ্ঞা:** ইসলামী ব্যাংক নির্দিষ্ট সুদ আরোপ করে না এবং তার পরিবর্তে মুরাবাহা ও মুশারাকা ভিত্তিক অর্থায়ন প্রদান করে, যা রিবা-মুক্ত লেনদেন নিশ্চিত করে।
২. **ঝুঁকি-সহভাগিতা:** ব্যাংক গ্রাহকের সঙ্গে লাভ ও ঝুঁকি ভাগ করে নেয় এবং কোনো ধরনের নিশ্চয়তাপূর্ণ সুদ গ্রহণ করে না, যা ইসলামী অর্থনীতির মূল নীতিকে প্রতিফলিত করে।
৩. **সম্পদের ন্যায্য বণ্টন:** ব্যাংক যাকাত, সদকা এবং কার্ড-ই-হাসানা তহবিল পরিচালনা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করে, ফলে সমাজে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত হয়।
৪. **নৈতিক ও ন্যায্যসঙ্গত লেনদেন:** ব্যাংক শরিয়াহ বিধান অনুসরণ করে সততা, স্বচ্ছতা এবং সমাজের কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে সব আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

খ) মুরাবাহা-মুশারাকা এবং সুদভিত্তিক ঋণের মধ্যে পার্থক্য

মি. করিমের আগের ঋণটি ছিল সুদভিত্তিক, যেখানে ব্যাংক ব্যবসায় লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন নির্দিষ্ট সুদের কিস্তি আদায় করত। ব্যবসা ধীরগতির হওয়ায় সুদের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং এতে করিম আর্থিক চাপে পড়ে। এই পরিস্থিতি রিবার ক্ষতিকর প্রভাবকে স্পষ্ট করে।

মুরাবাহা ও মুশারাকা ব্যবস্থায় এই ধরনের চাপ সৃষ্টি হয় না:

১. **রিবা বা সুদ নেই:** কোনো সুদ আরোপ করা হয় না।
২. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** যেখানে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েই লাভ ও ক্ষতি ভাগ করে নেয়।
৩. **সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন:** যেখানে ব্যাংক পণ্য নিজে ক্রয় করে পরে গ্রাহকের কাছে একটি নির্ধারিত লাভসহ বিক্রি করে।

সুতরাং, ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি বেশি ন্যায্য, বাস্তবভিত্তিক এবং রিবা-সৃষ্ট শোষণ থেকে গ্রাহককে রক্ষা করে।

গ) সম্পদের বন্টনে যাকাত, সদকা ও কার্ড-ই-হাসানার ভূমিকা

যাকাত, সদকা এবং কর্জ-এ-হাসানা নূরপুরে অসমতা কমাতে সাহায্য করে:

১. **যাকাত:** এটি ধনী ব্যক্তিদের সম্পদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সংগ্রহ করে দরিদ্রদের দেয়।
২. **সদকা:** এটি অসমতা পরিবারগুলোর জন্য অতিরিক্ত স্বেচ্ছামূলক সহায়তা প্রদান করে।
৩. **কর্জ-হাসানা:** এটি খুব দরিদ্র লোকদের সুদ-মুক্ত ঋণ দেয়, যাতে তারা জরুরি প্রয়োজন মেটাতে পারে বা ছোট কাজ শুরু করতে পারে।

এই সরঞ্জামগুলো সমাজে সম্পদ আবর্তন করে এবং দারিদ্র্যকে স্থায়ী হতে বাধা দেয়।

ঘ) ইসলামিক ব্যাংকিং বিভিন্ন উপায়ে ইসলামিক অর্থনীতির লক্ষ্যগুলোকে সমর্থন করে:

১. **সামাজিক ন্যায্যবিচার:** ইসলামী ব্যাংক রিবা পরিহার করে এবং ন্যায্য চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহককে শোষণ থেকে রক্ষা করে।
২. **দারিদ্র্য হ্রাস:** কারণ যাকাত, সদকা ও কার্ড-ই-হাসানার মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষ সরাসরি আর্থিক সহায়তা পায়।
৩. **অর্থের নৈতিক ব্যবহার:** কারণ সব অর্থায়ন বাস্তব সম্পদ ও উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং কোনো ধরনের জুয়া বা অনুমানভিত্তিক লেনদেন উৎসাহিত করা হয় না।
৪. **সম্পদ আবর্তন:** লাভ-ক্ষতি ভাগাভাগির মাধ্যমে অর্থ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।
৫. **সুখম প্রবৃদ্ধি:** করিমের মতো ছোট ব্যবসায়ীদের অর্থায়ন স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

এইভাবে ইসলামী ব্যাংকিং একটি ন্যায়সঙ্গত, নৈতিক এবং কল্যাণকেন্দ্রিক অর্থনীতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬) ইসলামী ব্যাংককে সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে দুটি নীতিগত পদক্ষেপ নিতে পারে

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংককে আরও শক্তিশালী করতে কয়েকটি নীতিগত পদক্ষেপ নিতে পারে।

১. **শরীয়াহ-সম্মত নিদেশিকা এবং তারল্য সরঞ্জাম:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক শরীয়াহ-সম্মত নীতিমালা, নির্দেশনা এবং তারল্য ব্যবস্থাপনার জন্য বিশেষ উপকরণ তৈরি করতে পারে। এতে ইসলামী ব্যাংক কোনো সুদভিত্তিক যন্ত্র ব্যবহার না করেও নিরাপদভাবে তারল্য পরিচালনা করতে পারবে।
২. **প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকারদের জন্য ইসলামী অর্থায়ন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং গ্রাহকদের জন্য সচেতনতা কার্যক্রম আয়োজন করতে পারে, যাতে তারা ইসলামী ব্যাংকিং পণ্য সহজে বুঝতে পারে।

এই নীতিগুলো ইসলামী ব্যাংককে দ্বৈত ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্থিতিশীল ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

কেস-২: সম্পদ বণ্টন, যাকাত ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক দায়িত্ব

রহমানপুর একটি গ্রামীণ এলাকা, যেখানে অধিকাংশ পরিবার ছোট আকারের কৃষিকাজ এবং স্বল্প আয়ের কাজে নির্ভর করে। এখানে ধনী জমির মালিক এবং দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে একটি বড় সম্পদ বৈষম্য রয়েছে। অনেক পরিবার খাবার, চিকিৎসা এবং স্কুলের খরচের মতো মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় না। এই সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য বারাকাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড একটি নতুন সমাজকল্যাণ কর্মসূচি চালু করে। ব্যাংকটি একটি যাকাত ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করে, যা গ্রাহকদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে এবং আটটি যোগ্য শ্রেণির মাঝে সঠিকভাবে বণ্টন করে। ব্যাংকটি স্বেচ্ছায় সদকা এবং ছোট আকারের ওয়াকুফ দানকে উৎসাহিত করে, যাতে স্কুল, বিশুদ্ধ পানির প্রকল্প এবং গ্রামীণ ক্লিনিকগুলোকে সহায়তা দেওয়া যায়। ব্যাংকটি সচেতনতা সভার আয়োজন করে, যেখানে মানুষকে নৈতিক উপার্জন, হালাল আয়, ন্যায় বাণিজ্য এবং সম্পদ জমা করে রাখার ক্ষতি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যাংকটি স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও দিকনির্দেশনা দেয়, যাতে তারা রিবা-ভিত্তিক ঋণ পরিহার করে এবং কৃষিকাজের জন্য মুদারাবা বা বীজ ও সরঞ্জাম কেনার জন্য মুরাবাহা মতো শরীয়াহ-সম্মত বিকল্প বেছে নিতে পারে। দুই বছরের মধ্যে অনেক দরিদ্র পরিবার যাকাত সহায়তা পায়, কৃষকেরা সুদমুক্ত সহায়তা গ্রহণ করে এবং ছোট ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ফলে রহমানপুরে আয়ের বৈষম্য কমে যায় এবং বাসিন্দাদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন:

- ক) কেসে ব্যবহৃত সম্পদ বণ্টনের চারটি শরীয়াহ-ভিত্তিক উপায় চিহ্নিত করুন।
- খ) রহমানপুরে দারিদ্র্য কমানোর জন্য যাকাত কেন গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।
- গ) ব্যাংক কীভাবে সম্পদ জমা করে রাখার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করে এবং নৈতিক উপার্জনকে উৎসাহিত করে তা বর্ণনা করুন।
- ঘ) কেস ব্যবহার করে দেখান যে ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করে।

৬) কৃষকদের জন্য সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে মুদারাবা এবং মুরাবাহা ব্যবহারের অর্থনৈতিক সুফল সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর

ক) কেসে ব্যবহৃত সম্পদ বণ্টনের চারটি শরীয়াহ-ভিত্তিক উপায়

১. **যাকাত:** ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে এবং যোগ্য ব্যক্তিদের মাঝে সঠিকভাবে বণ্টন করে, যা সমাজে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত প্রবাহ নিশ্চিত করে।

২. **সদকা:** মানুষকে স্বেচ্ছায় সদকা দিতে উৎসাহিত করা হয়, যা দরিদ্র পরিবারকে অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাহায্য করে।
৩. **ওয়াকুফ:** ছোট আকারের ওয়াকুফ দান স্কুল, বিশুদ্ধ পানি প্রকল্প এবং গ্রামীণ ক্লিনিকের মতো সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হয়, যা দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণে সহায়তা করে।
৪. **সুদমুক্ত সহায়তা:** মুদারাবা ও মুরাবাহা মতো শরিয়াহ-সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক ও দরিদ্র মানুষের জন্য সুদমুক্ত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়, যাতে তারা রিবা ছাড়াই উৎপাদন ও ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

খ) রহমানপুরে দারিদ্র্য কমাতে জাকাতের গুরুত্ব

যাকাত ধনী মানুষের সম্পদের একটি অংশ দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে সমাজে ন্যায়সঙ্গত সম্পদ প্রবাহ নিশ্চিত করে। জাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবার খাদ্য, শিক্ষা এবং চিকিৎসার মতো মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে আর্থিক সহায়তা পায়। এই সহায়তা তাদের জীবনমান উন্নত করতে সাহায্য করে। যাকাত ধনী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে সম্পদের ব্যবধান কমায় এবং আর্থিক কষ্ট থাকা পরিবারগুলোকে দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের সুযোগ দেয়। এভাবে যাকাত রহমানপুরে দারিদ্র্য কমাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ) ব্যাংক যেভাবে সম্পদ পঞ্জীভূত করাকে নিরুৎসাহিত করে এবং নৈতিক উপার্জন প্রচার করে:

ব্যাংক সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে শেখায় যে সম্পদ জমা করে রাখা ইসলামে নিরুৎসাহিত, কারণ এতে অর্থের সঞ্চালন কমে যায় এবং সমাজের উপকারে আসে না। ব্যাংক মানুষকে যাকাত, সদকা এবং ওয়াকুফ প্রদানে উৎসাহিত করে, যাতে সম্পদ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং দরিদ্ররা সহায়তা পায়। ব্যাংক ব্যবসায়ীদের শিখায় যে অবৈধ আয় গ্রহণ করা যাবে না এবং halal বাণিজ্য অনুসরণ করতে হবে। ব্যাংক তাদের রিবা-ভিত্তিক ঋণ পরিহার করে মুদারাবা ও মুরাবাহার মতো শরিয়াহ-সম্মত অর্থায়ন বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেয়। এতে সমাজে নৈতিক আয় ও ন্যায্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ) ইসলামী অর্থনীতি যেভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করে (কেস অনুযায়ী)

ইসলামী অর্থনীতি ন্যায়বিচার ও সমতাপূর্ণ সম্পদ বন্টনকে গুরুত্ব দেয়। কেস অনুযায়ী, ব্যাংক যাকাত, সদকা এবং ওয়াকুফের সম্পদ দরিদ্র পরিবারগুলোর মাঝে বন্টন করে, যা সমাজের বৈষম্য কমায়। মুদারাবা ও মুরাবাহার মতো শরিয়াহ-সম্মত অর্থায়ন কৃষক ও ছোট ব্যবসায়ীদের সুদমুক্ত সহায়তা দেয়, ফলে তারা উৎপাদন বাড়াতে পারে এবং আর্থিকভাবে উন্নত হয়। ব্যাংক নৈতিক উপার্জন, ন্যায্য বাণিজ্য এবং সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরে, যা জীবনমান উন্নত করে। এভাবে সম্পদের সঠিক সঞ্চালন ঘটে, দরিদ্র পরিবারগুলো স্বনির্ভর হয় এবং সমগ্র সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ও সামাজিক সম্মতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ) সুদভিত্তিক ঋণের পরিবর্তে মুদারাবা ও মুরাবাহা ব্যবহারের অর্থনৈতিক সুফল

১. **নির্দিষ্ট সুদের বোঝা নেই:** কৃষকদের উপর নির্দিষ্ট সুদের কোনো চাপ থাকে না, তাই তারা বাড়তি ঋণ-বোঝায় পড়ে না।
২. **ঝুঁকি ভাগাভাগি:** মুদারাবায় ব্যাংক ও কৃষক উভয়েই লাভ ও ক্ষতি ভাগ করে নেয়, ফলে ঝুঁকি ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টিত হয়।
৩. **সম্পদ-ভিত্তিক অর্থায়ন:** যেখানে কৃষক বীজ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম নির্দিষ্ট মূল্য যোগ করে সহজে ক্রয় করতে পারে।
৪. **নৈতিক অর্থায়ন:** এখানে রিবা নেই এবং অর্থায়ন বাস্তব উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকে।
৫. **উন্নত আয়:** ন্যায্য চুক্তির কারণে কৃষক ঋণের চিন্তায় না থেকে উৎপাদন ও ব্যবসা উন্নয়নে বেশি মনোযোগ দিতে পারে, যা তাদের আয় বাড়াতে সাহায্য করে।

তুলনা এবং পার্থক্য

প্রশ্ন-১. ইসলামী অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে তুলনা করুন। [BPE-97th. BPE-98th. BPE-5th.]

নির্ণায়ক	ইসলামী অর্থনীতি	পুঁজিবাদী অর্থনীতি
১. সংজ্ঞা	শরিয়াহ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নৈতিক এবং ন্যায়সঙ্গত অনুশীলনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।	বাজার প্রতিযোগিতা এবং অধিক মুনাফা লাভের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করে।
২. সম্পদ বণ্টন	যাকাত ও দাতব্যের মাধ্যমে সম্পদ পুনঃবণ্টনের উপর জোর দেয়।	সম্পদ বণ্টন নির্ভর করে বাজারের শক্তি এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর জোর দেয়।
৩. সুদ (রিবা)	আর্থিক লেনদেনে সুদ নিষিদ্ধ করে।	ঋণ এবং বিনিয়োগের জন্য সুদের সুযোগ দেয়।

প্রশ্ন-২. ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: BPE-99th

বিষয়	ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা	প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
১. নৈতিক ভিত্তি	শরিয়াহ ভিত্তিক, যা ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতা নিশ্চিত করে	ধর্মনিরপেক্ষ নীতির ওপর ভিত্তি করে, যেখানে দক্ষতা ও মুনাফার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়
২. সম্পদের পুনঃবণ্টন	যাকাত ও দানের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত সম্পদ বণ্টন নিশ্চিত করা হয়	বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পদ বণ্টন হয়
৩. সুদ (রিবা)	আর্থিক লেনদেনে সুদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ	সুদ অনুমোদিত, যা ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি

প্রশ্ন-৩. ঋণের রিবা থেকে ব্যবসার লাভ কীভাবে আলাদা? BPE-99th.

রিবার মধ্যে তুলনা করুন

দৃষ্টিভঙ্গি	বাণিজ্যের লাভ	ঋণের রিবা
১. সংজ্ঞা	মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বা পরিষেবা ক্রয় এবং বিক্রয় থেকে লাভ।	টাকা বা পণ্য ধার দেওয়ার জন্য সুদ বা অতিরিক্ত ফি।
২. প্রকৃতি	ঝুঁকি ভাগাভাগি, এবং পারস্পরিক সম্মতির উপর ভিত্তি করে	ব্যবসার ফলাফল নির্বিশেষে স্থায়ী রিটার্ন
৩. নৈতিকতা	ন্যায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে	ইসলামে শোষণমূলক ও অন্যায় বলে বিবেচিত

প্রশ্ন-৪. রিবা ও সুদের মধ্যে তুলনা কর। BPE-98th.

দৃষ্টিভঙ্গি	রিবা	সুদ
১. সংজ্ঞা	রিবা একটি ঋণের উপর অতিরিক্ত অর্থ চার্জ করে	এটি হলো ধার করা অর্থের উপর ঋণদাতাদের দ্বারা চার্জ করা ফি
২. আইনি অবস্থা	অন্যায় অভ্যাসের কারণে ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ	প্রচলিত অর্থে গৃহীত
৩. নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি	শোষণমূলক এবং অন্যায় বলে বিবেচিত	ধারের বৈধ খরচ হিসেবে দেখা হয়

প্রশ্ন-৫. সুদেন ক্লাসিক্যাল এবং কিনেসিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনা করুন।

দৃষ্টিভঙ্গি	ক্লাসিক্যাল ভিউ	কিনেসিয়ান ভিউ
১. সংজ্ঞা	সুদ হল সঞ্চয় এবং ভোগ থেকে বিরত থাকার পুরস্কার।	অর্থধারীদের সিদ্ধান্ত দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়।
২. সুদের হার স্তর	ঋণযোগ্য তহবিলের সরবরাহ এবং চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত।	অর্থের চাহিদা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সরবরাহ দ্বারা নির্ধারিত হয়।
৩. অর্থনৈতিক ফোকাস	বিনিয়োগে সঞ্চয়ের ভূমিকার ওপর জোর দেয়।	সামগ্রিক চাহিদা এবং ব্যয়ের ভূমিকার উপর জোর দেয়।

প্রশ্ন-৬. ইসলামী ব্যাংকিং এবং প্রচলিত ব্যাংকিং এর মধ্যে তুলনা করুন। BPE-98th, BPE-5th..

দৃষ্টিভঙ্গি	ইসলামী ব্যাংকিং	প্রচলিত ব্যাংকিং
১. সংজ্ঞা	ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করে একটি ব্যাংকিং ব্যবস্থা সুদ এড়ানো এবং নৈতিক অর্থায়নের প্রচার করে।	প্রথাগত ব্যাংকিং যাতে সুদ-ভিত্তিক লেনদেন অন্তর্ভুক্ত করে।
২. সুদ (রিবা)	সুদ নিষিদ্ধ করে; লাভ শেয়ারিং মেকানিজম ব্যবহার করে	সুদ ভিত্তিক ঋণ এবং আমানত কার্যক্রম পরিচালনা করে
৩. ঝুঁকি শেয়ারিং	ঝুঁকি ব্যাংক এবং গ্রাহকদের মধ্যে ভাগ করা হয়	ঝুঁকি মূলত ঋণগ্রহীতা বহন করে

প্রশ্ন-৭. পরিচালন প্রক্রিয়ার দিক থেকে ইসলামী ব্যাংক কীভাবে প্রচলিত ব্যাংকের থেকে ভিন্ন? [BPE-96th]

বিষয়	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংক
১. সুদ (রিবা)	নিষিদ্ধ; মুনাফা ভাগাভাগির নীতিতে পরিচালিত।	ঋণ ও আমানতে সুদ ধার্য ও প্রদান করা হয়।
২. ঝুঁকি ভাগাভাগি	ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে লাভ-ক্ষতি ভাগ করা হয়।	ঋণদাতা ব্যবসার ফলাফল নির্বিশেষে সুদ পায়।
৩. সম্পদ-সমর্থিত	লেনদেন অবশ্যই প্রকৃত সম্পদ বা সেবার উপর ভিত্তি করে হতে হবে।	ঋণ প্রদান সরাসরি কোনো সম্পদের সাথে সংযুক্ত না থাকলেও সম্ভব।

প্রশ্ন-৮. যাকাত ও ফিতরার মধ্যে পার্থক্য লিখুন। BPE-5th.

বিষয়	যাকাত	ফিতরা
১. সংজ্ঞা	বার্ষিকভাবে নির্ধারিত সম্পদ থেকে ফরজ দান	রমজান শেষে ঈদের দিন প্রদেয় একটি সদকা
২. আদায়ের সময়	বছরে একবার, নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে	ঈদুল ফিতরের দিনে ফরজ হয়
৩. প্রাপ্য ব্যক্তি	শরিয়াহ অনুযায়ী নির্ধারিত ৮টি শ্রেণির লোক	সাধারণত গরিব ও অভাবী, বিশেষ করে স্থানীয় মুসলিম

প্রশ্ন-৯. মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। BPE-5th

বিষয়	মুনাফা (ইসলামী ব্যাংকিং)	সুদ (প্রচলিত ব্যাংকিং)
১. সংজ্ঞা	ব্যবসায়িক ঝুঁকি বা বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয়	ধার নেওয়া অর্থের উপর নির্দিষ্ট হারে ধার্য ফি
২. ভিত্তি	প্রকৃত লাভ ও ঝুঁকির ভিত্তিতে নির্ধারিত	নির্দিষ্ট সময় ও অর্থের ভিত্তিতে, পারফরম্যান্স বিবেচ্য নয়
৩. ঝুঁকির উপাদান	ঝুঁকি ভাগাভাগি ও লোকসানের সম্ভাবনা থাকে	ঋণদাতা ঝুঁকিমুক্ত, ঋণগ্রহীতা পুরো ঝুঁকি নেয়

প্রশ্ন-১০. কুরআন বনাম সুন্নাহর

দিক	কুরআন	সুন্নাহ
১. সংজ্ঞা	কুরআন হলো আল্লাহর সরাসরি ও অক্ষরে অক্ষরে নাজিল করা বাণী, যা ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পৌঁছানো হয়েছে।	সুন্নাহ বলতে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, কাজ, অনুমোদন এবং শিক্ষাকে বোঝায়।
২. উৎস	কুরআন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল হওয়া ঐশী বাণী।	সুন্নাহ নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, আচরণ ও বক্তব্য থেকে এসেছে এবং সহীহ হাদিসে লিপিবদ্ধ রয়েছে।
৩. প্রকৃতি	কুরআন পূর্ণাঙ্গ, সংরক্ষিত, অপরিবর্তনীয় এবং মুসলমানদের প্রধান দিকনির্দেশনা।	সুন্নাহ কুরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব রূপ দান করে এবং কুরআনের নির্দেশনা কীভাবে পালন করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে দেখায়।

সংক্ষিপ্ত টীকা-**প্রশ্ন-১. রিবা. BPE-97th .BPE-6th.**

রিবা, ইসলামী অর্থে, সুদ বা সুদ নিষিদ্ধ করাকে বোঝায়। এটি শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয় কারণ এটি উৎপাদনশীল অর্থনৈতিককর্মকাণ্ডের পরিবর্তে অর্থ থেকে মুনাফা অর্জন করে। এই ধারণাটি আর্থিক লেনদেনে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের ইসলামী নীতির গভীরপ্রোথিত। অর্থনৈতিক ন্যায্যতা এবং নৈতিক আচরণের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে কুরআন একাধিক আয়াতে রিবাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সহজ ভাষায়, রিবা অর্থ উপার্জন করা বা ঋণের সুদ পরিশোধ করা। ইসলামিক ফাইন্যান্সের লক্ষ্য সুদ ধার্য করার পরিবর্তে নৈতিক বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি ভাগাভাগির মাধ্যমে মুনাফা উন্নীত করা। রিবা নিষিদ্ধকরার মাধ্যমে, ইসলামী অর্থব্যবস্থা একটি আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় যা সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করার সাথে সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।

প্রশ্ন-২. রিবা আল-ফাদল BPE-99th

রিবা আল-ফাদল হল একটি নির্দিষ্ট ধরণের রিবা যা একই ধরণের পণ্যের অসম বিনিময়ের নিষেধাজ্ঞাকে বোঝায়। ইসলামিক ফাইন্যান্সে, এটি স্পট লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘটে যেখানে অভিন্ন পণ্য বিনিময় করা হয়, কিন্তু একটি পক্ষ

অতিরিক্ত পরিমাণ পায়। এই বাড়াবাড়িটি অন্যায্য এবং শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয়, যা অসম বাণিজ্য অনুশীলনের দিকে পরিচালিত করে। ইসলামী নীতিগুলি ন্যায্যসঙ্গত বাণিজ্যের পক্ষে সমর্থন করে যেখানে ন্যায্যতা এবং ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করতে সমান মূল্যে পণ্য বিনিময় করা হয়। রিবা আল- ফাদল নিশ্চিত করে যে লেনদেনগুলি নৈতিকভাবে এবং স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়, ইসলামী আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা এবং সামাজিক কল্যাণের প্রচার করে। রিবা আল- ফাদল নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে, ইসলামী অর্থের লক্ষ্য হল সমস্ত বাণিজ্যিক লেনদেনে ন্যায্যতা এবং সততার নীতিগুলিকে সম্মত রাখা।

প্রশ্ন-৩. রিবা আন- নাসিয়া BPE-99th

রিবা আন- নাসিয়া রিবার আরেকটি রূপ ঋণের লেনদেনের অতিরিক্ত বা বৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞাকে বোঝায়। এটি ঘটে যখন একটি ঋণদাতা ঋণের পরিশোধের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এই অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণটি অন্যায্য এবং শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয় কারণ এটি ঋণগ্রহীতার আর্থিক দুর্বলতাকে কাজে লাগায়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ঋণ দেওয়ার পদ্ধতিতে ন্যায্যতা ও ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করতে রিবা আন- নাসিয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলাম আর্থিক লাভের জন্য তাদের শোষণ না করে অভাবীদের সাহায্য করার ধারণাকে প্রচার করে। রিবা আন- নাসিয়া নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামী অর্থ সমাজের সকল সদস্যের জন্য অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক কল্যাণকে উন্নীত করে এমন নৈতিক নীতির উপর ভিত্তি করে একটি আর্থিক ব্যবস্থা তৈরি করতে চায়।

প্রশ্ন-৪. কমান্ড ইকোনমিক সিস্টেম

একটি কমান্ড অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পিত অর্থনীতি হিসাবেও পরিচিত এটি এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সরকার বা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্যে উৎপাদন, বন্টন এবং সম্পদ বরাদ্দ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে। একটি কমান্ড অর্থনীতিতে, সরকার উৎপাদনের উপায়গুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কী পণ্য এবং পরিষেবাগুলি উৎপাদিত হবে কতটা উৎপাদিত হবে এবং কী দামে সেগুলি বিক্রি করা হবে তা নির্ধারণ করে। দাম, মজুরি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীলগুলি প্রায়শই বাজার শক্তি দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতীতে কমান্ড অর্থনীতি বেশি প্রচলিত ছিল বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক বা কমিউনিস্ট মতাদর্শ অনুসরণকারী দেশগুলিতে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মাওবাদী চীন। যদিও কমান্ড অর্থনীতি স্থিতিশীলতা এবং দিকনির্দেশ প্রদান করতে পারে, তারা প্রায়শই বাজার অর্থনীতির সাথে যুক্ত দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের অভাব করে। সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, অনেক দেশ কঠোর কমান্ড অর্থনীতি থেকে দূরে সরে গেছে আরও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে যা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং বাজার প্রক্রিয়া উভয়ের উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

প্রশ্ন-৫. যাকাত.BPE-6th.

যাকাত একটি বাধ্যতামূলক দান এবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। এটি এক ধরনের সম্পদ কর যা মুসলমানদের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করতে এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণে সহায়তা করতে দিতে হয়। যাকাত সাধারণত একজন মুসলমানের সম্পদ এবং আয়ের শতাংশ হিসাবে গণনা করা হয়, ইসলামী আইনে বর্ণিত যোগ্যতা এবং বন্টনের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ডের সাথে। এটি সম্পদের পুনর্বন্টন এবং সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। জাকাতের তহবিল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে দরিদ্র ও অভাবীদের সহায়তা প্রদান, শিক্ষামূলক উদ্যোগকে সমর্থন করা এবং সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হয়। যাকাত প্রদান করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য এবং নিজের সম্পদকে পবিত্র করার একটি উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে মুসলিমরা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ ও কল্যাণে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-৬. ফিতরা

ফিতরা হল ইসলামের পবিত্র রমজান মাসে মুসলমানদের দ্বারা প্রদত্ত একটি দাতব্য দান। এটা সামর্থ্যবান মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং এর উদ্দেশ্য হল একজনের রোজা শুদ্ধ করা এবং দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করা। ফিতরা সাধারণত ঈদুল ফিতরের নামাজের আগে দেওয়া হয় যা রমজানের শেষের দিকে চিহ্নিত করে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য আইটেমের মূল্যের উপর ভিত্তি করে ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং সবাই যাতে ঈদের উৎসবে অংশ নিতে পারে তা নিশ্চিত করা। ফিতরার বন্টন সাধারণত মসজিদ বা দাতব্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় যারা তহবিল ব্যবহার করে অভাবীদের খাদ্য বস্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করে। ফিতরা প্রদান একটি পুণ্যময় কাজ এবং রমজান মাসে ক্ষমা ও বরকত চাওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

প্রশ্ন-৭. নিসাব BPE-99th

নিসাব হল সম্পদ বা সম্পদের সর্বনিম্ন সীমা যা একজন মুসলিমকে যাকাত দিতে বাধ্য হওয়ার আগে অবশ্যই থাকতে হবে। এটি যাকাতের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য একটি মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে এবং নির্দিষ্ট সম্পদের মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যেমন সোনা, রৌপ্য এবং কৃষি পণ্য। নিসাব শ্রেণিহীন নিশ্চিত করে যে যাকাত শুধুমাত্র তাদের জন্য বাধ্যতামূলক যারা একটি নির্দিষ্ট স্তরের সম্পদের অধিকারী, যারা প্রকৃত প্রয়োজনে বা যাদের কাছে কেবলমাত্র ন্যূনতম সম্পদ রয়েছে তাদের অব্যাহতি প্রদান করে। অবস্থান এবং অর্থনৈতিক অবস্থার মতো কারণের উপর নির্ভর করে নিসাবের নির্দিষ্ট মান পরিবর্তিত হতে পারে। মুসলমানদের যাকাত দিতে হবে যদি তাদের সম্পদ নিসাবের সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তারা এটি একটি পূর্ণ চন্দ্র বছর ধরে রাখে। নিসাব হল ইসলামী অর্থব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য যাকাতের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৮. হেবা.

হেবা, ইসলামী আইনে, বিনিময়ে কিছু আশা না করে উপহার বা দান করার কাজকে বোঝায়। এটি উদারতা, উদারতা বা স্নেহ থেকে একজনের কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে সম্পত্তি বা সম্পদের স্বেচ্ছায় হস্তান্তর। হিবা নগদ, সম্পদ, বা দ্রব্য সহ বিভিন্ন রূপ নিতে পারে এবং যেকোনো বৈধ উদ্দেশ্যে দেওয়া যেতে পারে। ত্রয় বা বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত লেনদেনের বিপরীতে, হিবার প্রাপকের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্মতি বা বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। এটি ইসলামে একটি পুণ্যময় কাজ বলে বিবেচিত হয় এবং এটিকে সদিচ্ছা বৃদ্ধি এবং সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা হয়। যাইহোক, হিবা অবশ্যই স্বেচ্ছায় এবং জবরদস্তি ছাড়াই দিতে হবে এবং দাতার দান করার আইনগত ক্ষমতা থাকতে হবে। হিবা ইসলামিক ফাইন্যান্স এবং দাতব্য প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ব্যক্তিদের অন্যদের সমর্থন করার এবং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার একটি উপায় প্রদান করে।

প্রশ্ন-৯. লাভ

লাভ অর্থনৈতিক পরিভাষায় রাজস্ব থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে ব্যবসা বা ব্যক্তি দ্বারা অর্জিত আর্থিক লাভকে বোঝায়। এটি ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের সাফল্য এবং কার্যকারিতার একটি মূল সূচক এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। মুনাফা ব্যবসায়িকভাবে তাদের ক্রিয়াকলাপে পুনর্নিয়োগ করতে তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে এবং বিনিয়োগকারী, কর্মচারী এবং শেয়ারহোল্ডারদের সহ স্টেকহোল্ডারদের পুরস্কৃত করতে দেয়। ইসলামী ফাইন্যান্সে নৈতিক বিনিয়োগ এবং শরিয়াহ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মুনাফা উৎপন্ন হয়। ইসলাম ব্যবসায়িক অনুশীলনে ন্যায্যতা স্বচ্ছতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে আইনসম্মত উপায়ে উদ্যোক্তা এবং সম্পদ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে। লাভকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি বৈধ এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল হিসাবে দেখা হয়, যদি তা হালাল (অনুমতিপ্রাপ্ত) উপায়ে অর্জিত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপকারে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-১০. সুদ

সুদ অর্থের ক্ষেত্রে, ধার করা অর্থ ব্যবহারের জন্য একটি ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে নেওয়া ফি কে বোঝায় সাধারণত মূল পরিমাণের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি প্রচলিত আর্থিক ব্যবস্থায় ধার দেওয়া এবং ধার নেওয়ার লেনদেনের একটি সাধারণ উপাদান যেখানে ঋণদাতারা ঋণের উপর ধার্যকৃত সুদ থেকে আয় করে। যাইহোক, রিবা (সুদ) এর সাথে যুক্ত থাকার কারণে ইসলামী অর্থে সুদ নিষিদ্ধ যা ইসলামী আইনে অনৈতিক এবং শোষণমূলক বলে বিবেচিত হয়। ঋণের উপর সুদ ধার্য করার পরিবর্তে ইসলামিক ফাইন্যান্স বিনিয়োগকারীদের এবং ঋণদাতাদের জন্য রিটার্ন জেনারেট করার জন্য লাভ বন্টন ব্যবস্থা ঝুঁকি-বন্টন অংশীদারিত্ব এবং সম্পদ-সমর্থিত অর্থায়নের উপর নির্ভর করে। সুদ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামী ফাইন্যান্সের লক্ষ্য আর্থিক লেনদেনে ন্যায্যতা, ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায্যবিচারকে উন্নীত করা, যেখানে আইনসম্মত উপায়ে নৈতিক বিনিয়োগ এবং সম্পদ সৃষ্টিকে উৎসাহিত করা।

প্রশ্ন-১১. কাফালাহ

কাফালাহ হল ইসলামী আইনের একটি ধারণা যা একটি পক্ষের (কাফিল) দ্বারা অন্য পক্ষের (মুকাল্লাফ) বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতার জন্য প্রদত্ত গ্যারান্টি বা জামিনকে বোঝায়। এটি প্রায়শই আর্থিক লেনদেন, চুক্তি এবং আইনি চুক্তিতে দায়বদ্ধতা এবং অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। কাফালাহ ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং সংহতির নীতির উপর ভিত্তি করে যেখানে ব্যক্তিরা একে অপরের কল্যাণ ও কল্যাণের দায়িত্ব নেয়। মুকাল্লাফের চুক্তিগত বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা কাফিল ডিফল্ট বা অকার্যকর অবস্থায় গ্রহণ করে। কাফালাহকে ইসলামে একটি পুণ্যময় কাজ বলে মনে করা হয় এবং সম্প্রদায়ের সহকর্মী সদস্যদের সমর্থন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও স্থিতিশীলতা প্রচারের একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা হয়। এটি অন্তর্ভুক্ত সকল পক্ষের জন্য ন্যায্যতা এবং ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী আইনশাস্ত্রে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়ম ও শর্তাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-১২. কাফিল

কাফিল হল সেই গ্যারান্টার বা জামিনদারকে বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ যিনি ইসলামী আইনে অন্য পক্ষের দায় বা দায়বদ্ধতার জন্য কাফালা (গ্যারান্টি) প্রদান করেন। মুকাল্লাফের চুক্তিগত বা আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করার দায়িত্ব কাফিল (যে পক্ষের গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে) ডিফল্ট বা অ-পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে। বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন, চুক্তি এবং আইনি চুক্তিতে বাধ্যবাধকতা পূরণ এবং অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কাফিলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাফিল সাধারণত এমন একজন যিনি আর্থিকভাবে স্থিতিশীল এবং বিশ্বস্ত গ্যারান্টার হিসাবে তারা যে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তা পূরণ করতে সক্ষম। ইসলাম ব্যক্তিদের সম্প্রদায়ের সহকর্মী সদস্যদের সমর্থন এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও সংহতি প্রচারের উপায় হিসাবে কাফিল হিসাবে কাজ করতে উৎসাহিত করে। কাফিল ইসলামী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তা এবং দায়িত্ব পালনে, সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও কল্যাণে অবদান রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১৩. গ্যারান্টি

একটি গ্যারান্টি হল একটি চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা যেখানে একটি পক্ষ (জামিনদার) ডিফল্ট বা অ-কর্মক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্য পক্ষের (দেনাদার) বাধ্যবাধকতা বা দায়বদ্ধতার দায় নিতে সম্মত হয়। গ্যারান্টিগুলি সাধারণত বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন, চুক্তি এবং আইনি চুক্তিতে ব্যবহার করা হয় যাতে ঋণদাতা এবং প্রতিপক্ষকে নিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। গ্যারান্টারকে দেনাদারের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে হতে পারে যেমন ঋণ পরিশোধ করা একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ করা বা চুক্তিভিত্তিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করা যদি দেনাদার তা করতে ব্যর্থ হয়। লেনদেনের প্রকৃতি এবং অন্তর্ভুক্ত পক্ষগুলির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি, কর্পোরেট গ্যারান্টি এবং ব্যাংক গ্যারান্টি সহ গ্যারান্টিগুলি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে। ইসলামিক ফাইন্যান্সে, সমস্ত পক্ষের জন্য ন্যায্যতা ও ন্যায্যপরিমাণতা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী আইনশাস্ত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও নীতি দ্বারা গ্যারান্টিগুলি পরিচালিত হয়। ইসলাম ব্যক্তিদের তাদের চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে এবং তাদের প্রতিশ্রুতিগুলোকে সম্মান করতে উৎসাহিত করে তা জামিনদার বা ঋণদাতা হিসেবেই হোক না কেন সমাজে বিশ্বাস সততা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাবৃদ্ধির উপায় হিসেবে।

প্রশ্ন-১৪. নগদ ওয়াকফ। BPE-5th.

নগদ ওয়াকফ হল ইসলামিক ফাইন্যান্সে দাতব্য এনডোমেন্টের একটি রূপ যেখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দাতব্য কারণ এবং সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য নগদ বা তরল সম্পদ দান করে। প্রথাগত ওয়াকফের বিপরীতে যেটিতে সাধারণত রিয়েল এস্টেট বা সম্পত্তি দান করা অন্তর্ভুক্ত থাকে নগদ ওয়াকফ দাতাদের অর্থ বা আর্থিক সম্পদ প্রদানের সুযোগ দেয় যা দাতব্য

উদ্দেশ্যে আয়ের জন্য বিনিয়োগ বা ব্যবহার করা হয়। নগদ ওয়াকফ বিনিয়োগ থেকে উৎপন্ন আয় সাধারণত শিক্ষামূলক উদ্যোগ, স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি এবং অন্যান্য সশ্রদ্ধায় উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নে ব্যবহৃত হয়। নগদ ওয়াকফ ব্যক্তিদের দাতব্য কাজে অবদান রাখার নমনীয় এবং অ্যাক্সেসযোগ্য উপায় সরবরাহ করে, যা তাদের মূল্যবোধ এবং অগ্রাধিকারের সাথে সারিবদ্ধ উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার সুযোগ দেয়। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শরীয়াহ নীতির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য এটি ইসলামী আইনে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়ম ও নিদেশিকা দ্বারা পরিচালিত হয়। নগদ ওয়াকফ ইসলামী সশ্রদ্ধায়ের মধ্যে সামাজিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

প্রশ্ন-১৫. কোয়ার্ড

কোয়ার্ড যাকে কর্দ আল-হাসান নামেও পরিচিত একটি সুদ-মুক্ত ঋণ যা ইসলামিক অর্থায়নে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রদান করে। এটি ইসলামী সশ্রদ্ধায়ের মধ্যে দানশীলতা এবং পারস্পরিক সহায়তার নীতির উপর ভিত্তি করে যেখানে ব্যক্তির বিনিময়ে কোনো সুদ বা লাভের আশা না করেই প্রয়োজনে অন্যদের সাহায্য করার জন্য অর্থ ধার দেয়। কোয়ার্ডকে ইসলামে একটি পুণ্যময় কাজ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং আর্থিক অসুবিধা বা অসুবিধার সম্মুখীন ব্যক্তিদের সমর্থন করার একটি উপায় হিসাবে উৎসাহিত করা হয়। ঋণগ্রহীতা পরবর্তী কোনো তারিখে সম্পূর্ণ ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে বাধ্য কিন্তু কোনো অতিরিক্ত সুদ বা চার্জ ছাড়াই। কোয়ার্ড ইসলামী সমাজের মধ্যে সামাজিক সংহতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ব্যক্তিদের সুদ-ভিত্তিক ঋণের আশ্রয় না নিয়ে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তহবিল অ্যাক্সেস করার সুযোগ দেয়, যা ইসলামী অর্থায়নে নিষিদ্ধ। ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা এবং শরীয়াহ নীতির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করতে ইসলামিক আইনশাস্ত্রে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়ম ও নিদেশিকা দ্বারা কোয়ার্ড পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন-১৬. কারজে হাসানা। [BPE-97th] BPE-5th.

কারজে হাসানা হলো একটি সুদমুক্ত ঋণ, যা ইসলামী ব্যাংকগুলো সমাজকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রদান করে। এই ঋণ কোনো মুনাফার প্রত্যাশা ছাড়া দেওয়া হয় এবং সাধারণত দরিদ্র শিক্ষার্থী, সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকার জন্য সীমিত পরিসরে কারজে হাসানা প্রদান করে, যাতে তারা সামাজিক দায়িত্ব বজায় রাখতে পারে। কিছু ব্যাংক তাদের মূল্যবান আমানতকারীদের জন্য সদিচ্ছা হিসেবে এই সুবিধা দেয়। কারজে হাসানার মূল লক্ষ্য হলো আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো এবং যাদের প্রচলিত ব্যাংকিং সেবার সুযোগ নেই, তাদের সহায়তা করা।

উদাহরণস্বরূপ, এক শিক্ষার্থী টিউশন ফি বাবদ ৫০,০০০ টাকা সংগ্রহ করতে পারছেন না এবং উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংক তাকে কারজে হাসানা প্রদান করে, যার ফলে সে সুদমুক্তভাবে ছোট কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এতে শিক্ষার্থী আর্থিক চাপে না পড়ে তার পড়াশোনা সম্পন্ন করতে পারে, যা ইসলামের পারস্পরিক সহায়তার নীতির অনুসরণ করে।

প্রশ্ন-১৭. সদকা। [BPE-99th]

সদকা ইসলামে একটি স্বেচ্ছাসেবী দান, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দরিদ্রদের সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। যাকাতের মতো এটি বাধ্যতামূলক নয় এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সময়সীমা নেই। এটি অর্থ, খাদ্য, পোশাক বা এমনকি একটি সদয় আচরণ, যেমন হাসি বা কাউকে সাহায্য করার মাধ্যমেও প্রদান করা যেতে পারে। সদকা সম্পদকে পরিশুদ্ধ করে, বরকত বৃদ্ধি করে এবং আত্মিক পুরস্কার এনে দেয়। এর একটি বিশেষ ধরণ হলো **সদকাত জারিয়াহ**, যা চলমান দান হিসেবে পরিচিত। যেমন: কুপ খনন, মসজিদ বা স্কুল নির্মাণ, যা দীর্ঘমেয়াদে উপকার দেয়। ইসলাম সদকাকে দয়ার প্রকাশ ও সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে উৎসাহিত করে, যা সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং বৈষম্য কমাতে সাহায্য করে।

Chapter End

🔗 অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com

📞 WhatsApp: 01310-474402